রামায়ণ

অযোধ্যাকাণ্ড

কৃত্তিবাস ওঝা

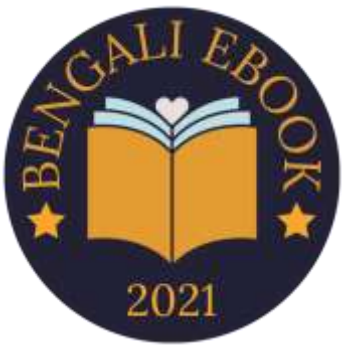

সূচিপত্র

শ্রীরামচন্দ্রের রাজা হইবার প্রস্তাব 2
শ্রীরামের রাজা হওয়নোদ্যোগ ও অধিবাস 4
শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য প্রাপ্তিতে সকলের আনন্দোৎসব 7
ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বনে পাঠাইতে কুঁজীর কৈকেয়ীকে মন্ত্রণা দান 9
ভরতকে রাজ্য দান ও শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দেওনার্থে দশরথের নিকটে কৈকেয়ীর প্রার্থনা 13
বিমাতার নিকট পিতৃসত্য পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বনে গমনোদ্যাগ 15
শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণের বনে গমন 24
শ্রীরামচন্দ্রের সহিত গুহকের সন্দর্শন ও জয়ন্ত কাকের এক চক্ষু বিদ্ধ করণ 30
দশরথ রাজার মৃত্যু 33
ভরতের অযোধ্যায় আগমন, কৈকেয়ী ও কুঁজীকে র্ভৎসনা এবং পিতৃশ্রাদ্ধ করণান্তর রামকে বন হইতে গৃহে আনিবার জন্য গমন 36
শ্রীরামচন্দ্রের সহিত ভরত প্রভৃতির মিলন 49
শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দশরথের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন 50
শ্রীরামের পাদুকা সিংহাসনে রাখিয়া ভরতের রাজ্যশাসন 51
দশরথের উদ্দেশে সীতার বালির পিণ্ডদান ব্রাহ্মাণ, তুলসী ও ফল্গুনদীর প্রতি অভিশাপ এবং বটবৃক্ষের প্রতি আশীর্ব্বাদ 52

শ্রীরামচন্দ্রের রাজা হইবার প্রস্তাব

দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ড শুন সর্ব্বজন।
কৈকেয়ীর বাক্যে রাম যাইবেন বন।।
বৃদ্ধ রাজা দশরথ, শিরে শুভ্র কেশ।
আসন বসন শুভ্র, শুভ্র সর্ব্ব বেশ।।
রাজত্ব করেন রাজা বসি সিংহাসনে।
আইল সকল রাজা রাজ-সম্ভাষণে।।
হস্তী ঘোড়া নানা রত্ন নানা আভরণ।
বিবাহে যৌতুক রামে দেন রাজগণ।।
নমস্কার করি বলে যোড় করি হাত।
মহারাজ দশরথ তুমি লোকনাথ।।
নমস্কার করি বলে যোড় করি হাত।
মহারাজ দশরথ তুমি লোকনাথ।।
এক নিবেদন করি শুন নৃপবর।
শ্রীরামেরে রাজা কর সর্ব্বগুণাকার।।
বালক শ্রীরাম চুলে পঞ্চঝুঁটি ধরে।
মারীচ রাক্ষস পলাইল যাঁর ডরে।।
রামতুল্য বীর আর নাহি ত্রিভুবনে।
রাম রাজা হইলে আনন্দ সর্ব্বজনে।।
অন্তরে সানন্দ রাজা শুনিয়া বচন।
বাকছলে সবার বুঝেন রাজা মন।।
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার সন্তোষ।
বৃদ্ধকালে আমি করিলাম কিবা দোষ।।
পুত্রবৎ পালি প্রজা, করি দুষ্টে দণ্ড।
কোন্ দোষে আমার ঘুচাও রাজদণ্ড।।
আনন্দিত অন্তরে, বাহিরে ওষ্ঠ চাপে।
ভূপতির কোপ দেখি সর্ব্ব রাজা কাঁপে।।
সবারে সভয় দেখি দশরথ কয়।
পরিহাস করিলাম, না করিহ ভয়।।
বশিষ্ঠেরে ডাকি আনি কুলপুরোহিত।
রামে রাজা কর সবে হয়ে হরষিত।।
ভূপতির অনুজ্ঞা পাইয়া সর্ব্বজন।
করিল সকলে তাঁর চরণ বন্দন।।
ভূপতি বলেন, শুন পাত্র মিত্রগণ।
রামে রাজা করিব করহ আয়োজন।।
নানা পুষ্প বিকাশ, বসন্ত চৈত্র মাস।
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।।
অধিবাস করিতে যতেক দ্রব্য লাগে।
যে সকল দ্রব্য আহরণ কর আগে।।
শ্রীরামের অধিবাসে যত দ্রব্য চাই।
যে সকল আনি দেহ বশিষ্ঠের ঠাঁই।।
সুমন্ত্র সারথি তুমি চলহ সত্বর।
রথে করি আন রামে আমার গোচর।।
আজ্ঞা পেয়ে সুমন্ত্র চলিল শীঘ্রগতি।
শ্রীরামেরে আনিল যেখানে মহীপতি।।
কত দূরে রথ হৈতে নামিলেন রাম।
পিতার চরণে পড়ি করিল প্রণাম।।
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজা শ্রীরামেরে।
সিংহাসনে বসাইলা হরিষ অন্তরে।।
পিতা পুত্রে বসিলেন সিংহাসনোপরে।
পাত্র মিত্র সকলে বেষ্টিত নৃপবরে।।
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
সেইমত শোভিত হইল রঘুবর।।
পুত্রেরে শিখান বিদ্যা সভা বিদ্যমান।
রাজনীতি ধর্ম্ম আর বিবিধ বিধান।।
প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নন্দন।
ভূপতি হইয়া কর প্রজার পালন।।

লোকের আদ্দাশ তুমি শুনহ যতনে।
তোমার মহিমা যেন সর্ব্বত্র বাখানে।।
রাজনীতি ধর্ম্ম তুমি শিখ সাবধানে।
যাহাতে মহিমা যশ বাড়ে দিনে দিনে।।
পরের দেখহ যদি পরমা সুন্দরী।
না দেখিহ সে সবারে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি।।
রাজা যদি পরদার করে ব্যবহার।
আপনি সে মজে পাপে, মজায় সংসার।।
পরহিংসা পরপীড়া না করিহ মনে।
কভু না করিহ রাম লোভ পরধনে।।
শরণ লইলে শত্রু কর পরিত্রাণ।
অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ।।
তপ জপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে বিহিত।
না হইও দেব দ্বিজে ভক্তিতে রহিত।।
যজ্ঞাদিতে নানা যশ করিহ সঞ্চয়।
সর্ব্বলোক দয়ালু হইও সদাশয়।।
পরদার পরপীড়া করে যেই জন।
শাস্ত্র-অনুসারে তার করিহ শাসন। ।
অপরাধ মত দণ্ড করো সাবধানে।
দোষ নাহি রাজার সে শাস্ত্রের বিধানে।।
দুঃখিত অনাথ রাম যদি কেহ হয়।
তাহারে পালিলে পুণ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।
দেব গুরু ব্রাহ্মাণে তুষিহ ভক্তিমনে।
দেখ সর্ব্বলোকে যেন দুঃখ নাহি জানে।।
রাজনীতি ধর্ম্ম রাজা শিখান রামেরে।
শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হরিষ অন্তরে।।
রামের কল্যাণে রাণী করে নানা দান।
স্বর্ণ রৌপ্য অন্ন বস্ত্র সহস্র প্রমাণ।।
মুনি ব্রহ্মচারী যত ভট্ট বিপ্রগণ।
সবাকারে দেন রাণী নানাবিধ ধন।।
যত যত লোক আছে যত যত স্থানে।
সবারে আনিয়া রাণী তোষে নানা ধনে।।
আইল যতেক লোক রাজ-বিদ্যমানে।
রামচন্দ্র রাজা হবে শুনি ভাগ্য মানে।।
কেহ নাচে, কেহ গায়, আনন্দ বিশেষ।
রাম রাজা হইলে না হবে কার ক্লেশ।।
যত যত লোক আছে অযোধ্যা-নগরে।
রামের নিকটে যার হরিষ অন্তরে।।
সমাদরে সকলেরে করিয়া সম্মান।
জননী দর্শনে রাম করেন প্রয়াণ।।
মাতৃগৃহে উপস্থিত মনে কুতূহলী।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে গান প্রথম শিকলি।।

শ্রীরামের রাজা হওয়নোদ্যোগ ও অধিবাস

সুখেতে বঞ্চিয়া রাত্রি উদিত অরুণে।
আনন্দে গেলেন রাম পিতৃ-সম্ভাষণে।।
ভক্তিভাবে পিতার বন্দেন শ্রীচরণ।
রামেরে কহিল রাজা শুভাশীর্ব্বচন।।
সিংহাসনে বসাইল রাজা শ্রীরামেরে।
পিতা পুত্র উভয়ের আনন্দ অন্তরে।।
রাজা বলিলেন, রাম কর অবধান।
যত কর্ম্ম করিয়াছি, কহি তব স্থান।।
যজ্ঞ করি তুষিলাম যত দেবগণে।
তুষিলাম পিতৃলোক শ্রাদ্ধ ও তর্পণে।।
রাজা হয়ে করিলাম লোকের পালন।
তোমা হেন পুত্র পাই যজ্ঞের কারণ।।
পালিলাম রাজনীতি ধর্ম্ম আনিবার।
তোমারে করিব রাজা ভাবিয়াছি সার।।
বৃদ্ধ হইলাম আমি, মরিব কখন।
তোমারে করিব রাজা, পাল সর্ব্বজন।।
আজি হতে তোমারে দিলাম রাজ্যভার।
স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংহার।।
কিন্তু আজি কুস্বপন দেখেছি উৎপাত।
আকাশ হইতে ভূমে পড়ে উল্কাপাত।।
পূর্ণিমায় চন্দ্র গ্রাস শাস্ত্রের বিহিত।
দেখি অমাবস্যায় এ অতি বিপরীত।।
ইত্যাদি জঞ্জাল আমি দেখিনু স্বপনে।
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়ি গেলাম দক্ষিণে।।
কুস্বপ্ন দেখিনু আজি, নিকট মরণ।
তুমি রাজা হও তবে সফল জীবন।।
কনিষ্ঠ ভরত, তার না জানি আশয়।
তারে রাজ্য দিতে কভু উপযুক্ত নয়।।
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার।
তুমি রাজা হও রাম, কর অঙ্গীকার।।
কত শত শত্রু তব আছে কত স্থানে।
কেবা শত্রু, কেবা মিত্র, কেবা তাহা জানে।।
আমি বিদ্যমানে ধর ছত্র নব দণ্ড।
কি জানি আসিয়া কেহ হয় বা পাষণ্ড।।
আজি অধিবাস পুনর্ব্বসু সুনক্ষত্র।
পুষ্যা কল্য হইবে ধরিবে দণ্ডছত্র।।
এতেক বলিয়া রামে দিলেন বিদায়।
অন্তঃপুরে রামচন্দ্র গেলেন ত্বরায়।।
বসেছেন কৌশল্যা বেষ্টিত সখীবৃন্দে।
সাত শত রাণী তথা আছেন আনন্দে।।
দেবপূজা করে রাণী নানা উপহারে।
হেনকালে শ্রীরাম গেলেন তথাকারে।।
রামেরে দেখিয়া রাণী সহাস্য বদন।
মায়ের চরণ রাম করেন বন্দন।।
মায়ের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া রঘুনাথ।
কহেন সকল কথা করি যোড়হাত।।
আমারে দিলেন পিতা সর্ব্ব রাজ্যখণ্ড।
আজি অধিবাস, কালি পাব ছত্র দণ্ড।।
আমা রাজা করিতে সবার অভিলাষ।
শুভবার্ত্তা কহিতে আইনু তব পাশ।।
নানা উপহারে মাতা কর ইষ্টপূজা।
মম প্রতি যেন তুষ্টা হন দশভুজা।।
এতেক শুনিয়া রাণী হরষিত মন।
রামের কল্যাণ করিলেন অগণন।।

কৌশল্যা বলেন, রাম হও চিরজীব।
সহায় হউন তব শ্রীপার্ব্বতী শিব। ।
অনেক কঠোরে আমি পূজিয়া শঙ্করে।
তোমা হেন পুত্র রাম ধরিনু উদরে। ।
শুভক্ষণে জন্ম নিলা আমার ভবনে।
রাজমাতা হইলাম তোমার কারণে।।
সুমিত্রা সপত্নী সে আমাতে অনুরক্ত।
তার পুত্র লক্ষ্মণ তোমার বড় ভক্ত।।
তোমার কুশল সেই চাহে অনুক্ষণ।
অতি হিতকারী তব সুমিত্রা নন্দন। ।
এতেক কৌশল্যা দেবী কহিলেন কথা।
হেনকালে শ্রীলক্ষ্মণ আইলেন তথা। ।
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া হাসেন রঘুনাথ।
কৌশল্যারে বন্দেন লক্ষ্মণ যোড়হাত।।
লক্ষ্মণেরে প্রেমভরে দিয়া রাম কোল।
বলেন সহাস্য বদনেতে মিষ্ট বোল।।
মম ভক্ত ভাই তুমি পরম সুধীর।
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শরীর।।
আমার হিতৈষী তুমি, যদি পাই রাজ্য।
উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজকার্য্য। ।
এতেক বলিয়া রাম হইল বিদায়।
আশীর্ব্বাদ করিল সকল রাণী তায়।।
গেলেন পিতার কাছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাজা বলে, রাম এল হৈল শুভক্ষণ।।
বশিষ্ঠ নারদ আদি আইল সে স্থানে।
আজ্ঞা পেয়ে আয়োজন করে সর্ব্বজনে।।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল রাজগণ।
রাম রাজা হবেন, সকলে হৃষ্টমণ।।
বিদ্যাধরী নাচে, গায় গন্ধর্ব্বে সঙ্গীত।
চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি শুনি সুললিত।।
লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা রঙ্গে।
রাজগণ এল সব কটকের সঙ্গে।।
নানা রঙ্গে রথ রথী হস্তী ঘোড়া সাজে।
নানা জাতি বাদ্য শুনি নানাদিকে বাজে।।
অধিবাস করিতে আইল ঋষি মুনি।
রামজয় বলিয়া করিছে বেদধ্বনি।।
নারিকেল গুবাক রোপিল সারি সারি।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে প্রজার কুমারী।।
নানা রত্নে নির্ম্মাইল লক্ষ লক্ষ ঘর।
বিবিধ পতাকা উড়ে চালের উপর।।
পৃথিবীতে আছে যত নানা উপহার।
তাহা আনি লক্ষ লক্ষ ভরিল ভাণ্ডার।।
নানা রত্নে শোভিত বসন পরিহিত।
অযোধ্যার যত লোক, সবে আনন্দিত।।
আইল দেশের লোক অযোধ্যানগরে।
কেহ নাচে কেহ গায় হরিষ অন্তরে।।
অধিবাস দেখিতে আইল দেবগণ।
অন্তরীক্ষে রহে সবে চাপিয়া বাহন।।
ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেবগণ।
ভগবতী আদি করি দেবী অগণন।।
অধিবাস দেখিতে আইল সর্ব্বজন।
কৌতুকেতে পুষ্পবৃষ্টি করেন তখন। ।
ঋষিগণে দেখিয়া উঠিয়া রঘুনাথ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে করি প্রণিপাত।।
বশিষ্ঠ বলেন, রাম শাস্ত্রের বিহিত।
তব অধিবাস আমি করি যে উচিত।।
পিতৃ-বিদ্যমানে ধর দণ্ড আর ছাতি।
নহুষ রাজার যেন তনয় যযাতি। ।

বশিষ্ঠ করেন সুমঙ্গল বেদধ্বনি।
অখিল ভুবনে শব্দ রামজয় শুনি।।
অধিবাস রামের হইল সমাপন।
আনন্দে দেখিয়া স্বর্গে গেল দেবগণ।।
জয় জয় হুলাহুলি করে রামাগণ।
নৃত্য গীতে আনন্দিত অযোধ্যা-ভুবন।।
রামসীতা উপবাসী রহে দুইজন।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, সকৌতুক মন।।
নানা রত্ন ধন সবে দিলেক যৌতুক।
নিজালয়ে গেল সবে দেখিয়া কৌতুক।।

বলেন বশিষ্ঠ মুনি রাজার সদনে।
অধিবাস রামের হইল শুভক্ষণে।।
শুনিয়া হাসেন রাজা আনন্দিত মনে।
নানা রত্ন দানে রাজা তুষিল ব্রাহ্মাণে।।
বেলার হইল শেষ, নক্ষত্র গগনে।
অধিবাস দেখি ঘরে গেল সর্ব্বজনে। ।
সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ বহে চতুর্ভিত।
দেবতুল্য বেশে সবে শুইয়া নিদ্রিত।।
রাত্রি অবসান হয় সূর্য্যের উদয়।
শয়ন ত্যজিল সবে আনন্দ হৃদয়।।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য প্রাপ্তিতে সকলের আনন্দোৎসব

রথ রথী ঘোড়া সাজে, নানা রঙ্গে বাদ্য বাজে,
মুনি সব করে জয়ধ্বনি।
জয় জয় হুলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি,
সর্ব্বলোক কি দুঃখী কি ধনী।।
শিশু নারী আনন্দিত, পুষ্প গন্ধে সুশোভিত,
আমোদ প্রমোদ সব ঘরে।
স্বর্গপুরী তুল্য বেশ, অযোধ্যার সর্ব্ব দেশ,
নাচে গায় হরিষ অন্তরে।।
সবে ভাবে রঘুপতি, হইবেন মহীপতি,
ঘুচিল সবার আজি ক্লেশ।
না হইবে দুঃখ শোক, আনন্দিত সর্ব্বলোক,
নিস্তার পাইল সর্ব্ব দেশ।।
ঘুচিল সকল ভয়, সবাই আনন্দময়.
রাম নামে পাইবে নিষ্কৃতি।
রাম বিষ্ণু-অবতার, লবেন সবার ভার,
বৈকুণ্ঠেতে করিবে বসতি।।
এতেক ভাবিয়া মনে, আনন্দিত সর্ব্বজনে,
আনন্দেতে পাসরে আপনা।
অযোধ্যার যত লোক, ভুলিল সকল শোক,
আনন্দে পূরিত সর্ব্বজনা।।
নানা বস্ত্র অলঙ্কার, পরিধান সবাকার,
রূপে বেশে দেব অবতার।
আনন্দে বিহ্বল প্রায়, রামগুণ সবে গায়,
জয় জয় করে বারে বার।।
অযোধ্যা নগরবাসী, বলে হব দাস দাসী,
মনে সব হয় হরষিত।
ঘুচিবে সবার দুঃখ, ভুঞ্জিব বিবিধ সুখ,
এত বলি সবে আনন্দিত।।

মধুর অযোধ্যাকাণ্ড, শুনিতে অমৃত-ভাণ্ড,
যাতে হয় পাপের বিনাশ।
রামায়ণ আকর্ণনে, ওঝা কৃত্তিবাস ভণে,
হয় অন্তকালে স্বর্গে বাস।।

ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বনে পাঠাইতে কুঁজীর কৈকেয়ীকে মন্ত্রণা দান

পূর্ণ স্বর্ণকুম্ভের উপরে আম্রসার।
শাস্ত্রের বিহিত সব মঙ্গল আচার।।
নানা রত্নে নিম্মাইল টুঙ্গী শতে শতে।
নানাবর্ণে পতাকা উড়িছে প্রতি পথে।।
প্রতি ঘরে শোভা করে সুবর্ণের ঝারা।
নানা রত্নে শোভে লক্ষ লক্ষ চবুতারা।।
নানা রত্নে নির্ম্মিত আগার সারি সারি।
জিনিয়া অমরাবতী রম্যবেশধারী।।
ইন্দ্রপুরে যেমন সবার রম্যবেশ।
তেমন মঙ্গলযুক্ত অযোধ্যার দেশ।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডণ।
কে জানে পড়িবে আসি প্রমাদ কখন।।
পূর্ব্বজন্মে ছিল নামে দুন্দুভি অপ্সরা।
জন্মিল সে কুঁজী হয়ে নামেতে মন্থরা।।
তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ডাবরী।
কুটিল কুরূপা কুঁজী ক্রূরকর্ম্মকারী।।
কৈকেয়ীর বেড়ী, ভরতের ধাত্রীমাতা।
রামের দুঃখের হেতু সৃজিল বিধাতা।।
দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চড়ী।
রাম রাজা হন দেখি করে ধড়ফড়ি।।
আকৃতি প্রকৃতিতে কুৎসিতা দেখি তারে।
সর্ব্বনাশ করে কুঁজী থাকে যার ঘরে।।
রামের দুঃখের হেতু তার উপাদান।
রাজার মরণ, কৈকেয়ীর অপমান।।
মরিবে রাবণ যাতে, বিধাতা সে জানে।
বিধাতা সৃজিল তারে এই সে কারণে।।
আচম্বিতে কুঁজী চেড়ী আইল বাহিরে।
প্রজা আনন্দিত সব দেখিল নগরে।।
টুঙ্গীর উপরে উঠি কুঁজী তাহা দেখে।
রাম রাজা হবে, মহা হরিষত লোকে।।
চেড়ী চেড়ী এক ঠাঁই টুঙ্গীর উপরে।
কুঁজী চেড়ী জিজ্ঞাসিল ইতর চেড়ীরে।।
কি কারণে হরষিত অযোধ্যা নগর।
কি হেতু কৌশল্যা রাণী হরিষ অন্তর।।
কি জন্য রামের মাতা করে বহু দান।
সবে মেলি তোমরা কি কর অনুমান।।
আর চেড়ী বলে, তুমি না জান মন্থরা।
রামেরে করিতে রাজা ভূপতির ত্বরা।।
রাজার নিকট মৃত্যু গণিয়া অসার।
এই হেতু রামেরে দিলেন রাজ্যভার।।
এমত শুনিল কুঁজী সে চেড়ীর মুখে।
বজ্রাঘাত হয় যেন মন্থরার বুকে।।
বিধাতার বাজী কেবা করয়ে খণ্ডন।
কৈকেয়ীরে গালি দিতে করিল গমন।।
কৈকেয়ী আপন ঘরে ছিলেন শয়নে।
সত্বর মন্থরা গিয়া কহিল সেখানে।।
নির্ব্বুদ্ধি কৈকেয়ী শুনে আছ কোন্ লাজে।
তো হেন পুত্রের সনে কেহ নাহি মজে।।
মানেতে মরিবি তুই শোকের সাগরে।
ভরতে এড়িয়া রাজা রামে রাজা করে।।
ভরতেরে রাজা কর, রাখ নিজ পণ।
রাজারে কহিয়া রামে পাঠাও কানন।।

রাম রাজা হইলে কিসের অধিকার।
ভরত হইলে রাজা সকলি তোমার।।
এতেক রাজার হও তুমি মুখ্যা রাণী।
ভরত হইলে রাজা, রাজার জননী।।
কৈকেয়ী বলেন রাম ধার্ম্মিক তনয়।
কোন্ দোষে করিব রামের অপচয়।।
আমার গৌরব রাম রাখে অতিশয়।
করিতে রামের মন্দ উপযুক্ত নয়।।
গুণের সাগর রাম, বিচারে পণ্ডিত।
পিতৃরাজ্য জ্যেষ্ঠপুত্র পাইতে উচিত।।
রাম রাজা হইলে সন্তুষ্ট সর্ব্বজনে।
তুষিবেন সবাকারে রাম বহু ধনে।।
ভরতেরে রাজ্য রাম দিবেন আপনি।
রাখিবেন আমার গৌরব বড় রাণী।।
রাম রাজা হইলে আমার বহু মান।
শুভবার্ত্তা কহিলি, কি দিব তোরে দান।।
রাম রাজা হবেন হরিষ সর্ব্বজন।
হরিষে বিষাদ কুঁজী কর কি কারণ।।
যত গুণ রামের কৈকেয়ী তাহা জানে।
মন্থরাকে দান দিতে চিন্তে মনে মনে।।
অঙ্গ হৈতে অলঙ্কার খুলি শশব্যস্তে।
আদরে কৈকেয়ী যেন মন্থরার হস্তে। ।
কৈকেয়ী কহেন, কুঁজী না কর উত্তর।
রাম রাজা হৈলে ধন দিব তা বিস্তর।।
কুপিয়া মন্থরা চেড়ী দুই ওষ্ঠ কাঁপে।
কৈকেয়ীরে গালি পাড়ে অতুল প্রতাপে।।
হাত হৈতে অলঙ্কার ছড়াইয়া ফেলে।
দুই চক্ষু রাঙ্গা করি কৈকেয়ীরে বলে।।
কৈকেয়ী তোমার দুঃখ আমার অন্তরে।
বলি হিত, বিপরীত বুঝাও আমারে।।
সপত্নী-তনয় রাজা, তুমি আনন্দিতা।
কৌশল্যা তোমার চেয়ে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা।।
নিজ পুত্রে রাজা করে স্বামীর সোহাগে।
থাকিবা দাসীর ন্যায় কৌশল্যার আগে।।
থাকিল কৌশল্যা রাণী সীতার সম্পদে।
দাঁড়াইতে নারিবি সীতার পরিচ্ছদে।।
কৌশল্যা জিনিলা তুমি সোহাগের দাপে।
নিজ পুত্রে রাজা করে এই মনস্তাপে।।
ভরত থাকিল গিয়া মাতামহ ঘরে।
রাজার কি দোষ দিব, না দেখি তাহারে।।
সতীনের আনন্দেতে আনন্দা সতিনী।
হেন অপরূপ কভু না দেখি না শুনি। ।
লালিয়া পালিয়া বড় করিনু ভরতে।
মাতা পুত্রে পড়িলা সে কৌশল্যার হাতে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই একই শরীর।
উভয়ে করিবে রাজ্য, ভরত বাহির।।
তবে ত ভরত তোর হইল বঞ্চিত।
হিত কথা বলিলাম, বুঝিস অহিত।।
ভরত না পেয়ে রাজ্য না আসিবে দেশে।
না দেখিবে তব মুখ, থাকিবে প্রবাসে।।
মন্ত্রণা করিয়া রামে পাঠাও কানন।
ভরতেরে রাজ্য দেহ যদি লয় মন।।
শুনিয়া কুঁজীর কথা কৈকেয়ীর আশ।
কুঁজীর বচনে তার বুদ্ধি হৈল নাশ।।
দেব দৈত্য আদি লোক রাম হেতু সুখী।
প্রমাদ পাড়িল চেড়ী কোথাও না দেখি।।
কৈকেয়ী বলেন, কুঁজী তুমি হিতৈষিণী।
রাম মম মন্দকারী কিছুই না জানি। ।

ভরত প্রবাসে, রাম রাজা হবে আজি।
কেমনে অন্যথা করি, যুক্তি বল কুঁজী।।
নৃপতির প্রাণ রাম গুণের সাগর।
কেমনে পাঠাব তারে বনের ভিতর।।
ঘরেতে রাখিব বরং রাজ্য নাহি দিব।
কোন্ দোষে শ্রীরামেরে বনে পাঠাইব।।
চারি পুত্র আছে তাঁর ভরত বিদেশে।
অংশ-অনুসারে ভাগ পাইবেন শেষে।।
জ্যেষ্ঠ ভাই আছে তার কর বিবেচনা।
কহ দেখি কুঁজী তুমি কর কি মন্ত্রণা।।
সবে তুষ্ট শ্রীরামের মধুর বচনে।
হেন রামে কেমনে পাঠাবে রাজা বনে।।
ভরত পাইবে রাজ্য না দেখি উপায়।
যুক্তি বল ভরত কিরূপে রাজ্য পায়।।
কি প্রকারে রামের হইবে বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া পূরাইব আশ।।
কুঁজী বলে, যুক্তি চাহ যুক্তি দিতে পারি।
হেন যুক্তি দিব যে ভরতে রাজা করি।।
পূর্ব্বকথা সকল আমার আছে মনে।
সে সকল কথা কহি, শুন সাবধানে।।
পূর্ব্বে যুদ্ধ করিল যে দানব সম্বর।
সেই যুদ্ধে মহারাজ ক্ষত কলেবর।।
তাহাতে করিলা তাঁর তুমি সেবা পূজা।
সুস্থ হৈয়া বর দিতে চাহিলেন রাজা।।
আরবার রাজার যে হইল বিস্ফোট।
তাপ দিতে মুখের ঠেকিল দুই ঠোঁট।।
রক্ত পূঁজ যতেক লাগিল তব মুখে।
তব যত দুঃখ রাজা দেখিল সম্মুখে।।
তোমার সেবায় রাজা পাইল নিস্তার।
বর দিতে চাহিল তোমায় পুনর্ব্বার।।
তখন বলিলে তুমি রাজার গোচর।
কুঁজী যবে বর চাহে, তবে দিও বর।।
দুই বারে দুই বর থাক তব ঠাঁই।
কুঁজী যবে বর চাহে, তবে যেন পাই।।
এই কথা কহিলা আসিয়া মোর স্থানে।
তুমি পাসরিলে মোর সব আছে মনে।।
আমি রাম রাজা হবে বেলা অবশেষে।
আগে আসিবেন রাজা তোমার সম্ভাষে।।
পট্টবস্ত্র এড়ি পর মলিন বসন।
খসাইয়া ফেল যত গায়ের ভূষণ।।
ভূমিতে পড়িয়া থাক ত্যজিয়া আহার।
রাজা জিজ্ঞাসিবে তব দেখিয়া আকার।।
জিজ্ঞাসা করিবে রাজা কোপের কারণ।
না দিও উত্তর তুমি, করিও রোদন।।
বিবিধ প্রকারে তোমা করিবে সান্ত্বনা।
যাচিবে তোমারে বস্ত্র অলঙ্কার নানা।।
তবে পূর্ব্বে নির্ব্বন্ধ কহিবা তার স্থান।
আগে সত্য করাইয়া পিছে মাগ দান।।
পূর্ব্বকথা রাজার অবশ্য হবে মনে।
দুই বর মাগিহ রাজার বিদ্যমানে।।
এক বরে করাইবা রাজা ভরতেরে।
আর বরে পাঠাইবা অরণ্যে রামেরে।।
চতুর্দ্দশ বর্ষ যদি রাম থাকে বনে।
পৃথিবী পূরাবে তুমি ভরতের ধনে।।
তুমি যদি প্রাণ চাহ, রাজা প্রাণ দেয়।
রাম হেন প্রিয় পুত্র বনে উপেক্ষায়।।
এমনি আসক্ত রাজা তোমার উপর।
সত্যে বদ্ধ আছে, কেন নাহি দিবে বর।।

ফিরিল কৈকেয়ী রাণী কুঁজীর বচনে।
অধর্ম্ম অযশ কিছু নাহি করে মনে। ।
ঘোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে।
সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে। ।
পিত্রালয়ে কৈকেয়ী ছিলেন শিশুকালে।
করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ ব্রাহ্মণেরে ছলে।।
তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ।
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তারে দিল ব্রহ্মশাপ।।
দেখিয়া করিস্ ব্যঙ্গ কহিস্ কর্কশ।
সর্ব্বলোক গায় যেন তব অপযশ।।
ব্রহ্মশাপ কৈকেয়ীর না হয় খণ্ডন।
সেই হেতু ঘটিলেক এ সব ঘটন।।
অনন্তর কৈকেয়ীর প্রসন্ন বদন।
করে ধরি কুঁজীরে করিল আলিঙ্গন।।
কুঁজীরে কৈকেয়ী কহে অতি হৃষ্টমনে।
তব তুল্য গুণবতী না দেখি ভুবনে। ।
যত বল সকলি সে নহেত কুৎসিত।
সকলি অহিত মম, তুমি মাত্র হিত।।
গৌরবর্ণ ধর তুমি যেন চন্দ্রকলা।
গলায় তুলিয়া দেহ দিব্য পুষ্পমালা।।
রত্নহার লও, পর কুঁজের উপর।
ভরত হইলে রাজা দিব ত বিস্তর।।
যেমন বিস্তর সেবা করিলি আমার।
যদি দিন পাই তবে শুধিব সে ধার।।
যদি রাজা রামেরে পাঠায় আজি বন।
তবে সে করিব স্নান, করিব ভোজন।।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তব বিদ্যমানে।
কাননে পাঠাই রামে দেখ এইক্ষণে।।
কৈকেয়ীর কথা শুনি কুঁজীর উল্লাস।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

ভরতকে রাজ্য দান ও শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দেওনার্থে দশরথের নিকটে কৈকেয়ীর প্রার্থনা

কুঁজী বলে, কৈকেয়ী বিলম্ব নাহি সাজে।
রাম রাজা হইলে নহিবে কোন কাজে।।
যাবৎ না দেয় রাজা রামে সিংহাসন।
তাবৎ রাজার ঠাঁই কর নিবেদন।।
এক্ষণে আসিবে রাজা তোমা সম্ভাষণে।
যেরূপ কহিবা তাহা চিন্তা কর মনে।।
শুনিয় কুঁজীর বাক্য কৈকেয়ী সেকালে।
আভরণ ফেলাইয়া লুটে ভূমিতলে।।
হেথা দশরথ রাজা হরষিত মনে।
চলিলেন কৌতুকে কৈকেয়ী সম্ভাষণে।।
ভাবিলেন সম্ভাষিয়া আসিয়া সত্বর।
শ্রীরামে করিব আমি ছত্র দণ্ডধর।।
নাহি গেলে কৈকেয়ী করিবে অনুযোগ।
ধন জন বিফল আমার রাজ্যভোগ।।
দশরথ নৃপতির নিকট মরণ।
ঘরে ঘরে কৈকেয়ীরে করে অন্বেষণ।।
যে ঘরে কৈকেয়ীদেবী লোটে ভূমি পরে।
বিধির নির্ব্বন্ধ রাজা গেল সেই ঘরে।।
পূর্বজ্ঞানে গেল রাজা না জানে প্রমাদ।
গড়াগড়ি যায় রাণী করিছে বিষাদ।।
সরল হৃদয় রাজা এত নাহি বুঝে।
অজগর সর্প যেন কৈকেয়ী গরজে।।
দশরথ অতি বৃদ্ধ কৈকেয়ী যুবতী।
কৈকেয়ী বিহনে তাঁর আর নাহি গতি।।
কৈকেয়ী যুবতী নারী, দশরথ বুড়া।
বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া।।
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
প্রাণ উড়ে যায় রাজার কৈকেয়ীর দুঃখে।।
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন কম্পিত অন্তরে।
বনে মৃগ কাঁপে যেন বাঘিনীর ডরে।।
কি হেতু করিলে ক্রোধ, বল কার বোলে।
কোন্ ব্যাধি শরীরে, লোটাও ভূমিতলে।।
ব্যাধি পীড়া হয় যদি তোমার শরীরে।
বৈদ্য আনি সুস্থ করি, বলহ আমারে।।
পৃথিবীমণ্ডলে আমি বসুমতী-পতি।
আমার সমান রাজা নাহি গুণবতি।।
শুনিয়া আমার নাম দেব ডরে কাঁপে।
ত্রিভুবনে দ্বারে খাটে আমার প্রতাপে।।
সকল পৃথিবী মধ্যে মম অধিকার।
ধন জন যত আছে সকলি তোমার।।
কোন্ কার্য্যে কৈকেয়ী করহ অভিমান।
আজ্ঞা কর তাহাই তোমারে করি দান।।
এত যদি কৈকেয়ী রাজার পায় আশ।
পূর্ব্বকথা তাঁর আগে করিল প্রকাশ।।
রোগ পীড়া নহে মোর পাই অপমান।
আগে সত্য কর, তবে পিছে মাগি দান।।
কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাহি জানে।
সত্য করে দশরথ প্রিয়ার বচনে।।
মহাপাশ লাগে যেন বনে মৃগ ঠেকে।
প্রমাদ পড়িবে, রাজা পাছু নাহি দেখে।।
ভূপতি বলেন, প্রিয়ে নিজ কথা বল।
সত্য করি যদ্যপি তোমারে করি ছল।।

যেই দ্রব্য চাহ তুমি তাহা দিব দান।
আছুক অন্যের কাজ, দিতে পারি প্রাণ।।
কৈকেয়ী বলেন সত্য করিলা আপনি।
অষ্টলোকপাল সাক্ষী, শুন সত্যবাণী।।
নক্ষত্র ভাস্কর চন্দ্র যোগ তিথি বার।
রাত্রি দিবা সাক্ষী হও সকল সংসার।।
একাশদ রুদ্র সাক্ষী, দ্বাদশ আদিত্য।
স্থাবর জঙ্গম সাক্ষী যারা আছে নিত্য।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল শুনহ বাপ ভাই।
সবে সাক্ষী, রাজার নিকটে বর চাই।।
স্মরণ করহ রাজা যে আমার ধার।
পূর্ব্বে ছিল তাহা শোধি সত্যে হও পার।।
যুদ্ধে তব হয়েছিল ক্ষত কলেবর।
সেবিলাম, তাহে দিতে চেয়েছিলে বর।।
করিলাম পুনর্ব্বার বিস্কোট তারণ।
তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাহিলা রাজন। ।
তবে আমি বলিলাম তোমার গোচর।
কুঁজী যবে বর চাহে তবে দিও বর।।
দুই বারে দুই বর আছে তব ঠাঁই।
সেই দুই বার রাজা এইক্ষণে চাই।।
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন।।
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে।।
দুরন্ত বচনে রাজা হইল কম্পিত।
অচেতন হইলেন নাহিক সম্বিত।।
কৈকেয়ী বচনে যেন শেল বুকে ফুটে।
চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে। ।
মুখে ধূলা উঠে, রাজা কাঁপিছে অন্তরে।
হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে।।
পাপীয়সি আমারে বধিতে তব আশা।
স্ত্রী পুরুষ যত লোক কহিবে কুভাষা।।
রাম বিনা আমার নাহিক অন্য গতি।
আমারে বধিতে তোরে কে দিল দুর্ম্মতি।।
রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন।
সেই দিনে সেইক্ষণে আমার মরণ।।
স্বামী যদি থাকে, তবে নারীর সম্পদ।
তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ।।
স্বামী বধ করিয়া পুত্রেরে দিবি রাজ্য।
চণ্ডাল হৃদয় তুই, করিলি কি কার্য্য।।
এই কথা ভরত যদ্যপি আসি শুনে।
আপনি মরিবে, কি মারিবে সেইক্ষণে।।
মাতৃবধ ভয়ে যদি না লয় পরাণ।
করিবে তথাপি তোর বহু অপমান।।
বিষদন্তে দংশিলি রে কাল ভুজঙ্গিনী।
তোরে ঘরে আনিয়া মজিলাম আপনি।।
কোন্ রাজা আছে হেন কামিনীর বশ।
কামিনীর কথাতে কে ত্যজিবে ঔরস।।
দশ হাজার বর্ষ লোক জীয়ে ত্রেতাযুগে।
নয় হাজার বর্ষ রাজ্য করি নানা ভোগে।।
আর এক হাজার বৎসর আয়ু আছে।
পরমায়ু থাকিতে মজিলাম তোর কাছে। ।
পরমায়ু থাকিতে বধিলে মম প্রাণ।
পায়ে পড়ি কৈকেয়ী করহ প্রাণদান।।
কৈকেয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল তাঁর নয়নের জলে।।
প্রভাতে বসিব কল্য সভা-বিদ্যমানে।
পৃথিবীর যত রাজা আসিবে যে স্থানে।।

অধিবাস রামের হইল সবে জানে।
কি বলিয়া ভাঙাইব সে সকল জনে।।
ক্ষমা কর কৈকেয়ী করহ প্রাণ রক্ষা।
নিজ সোহাগের তুমি বুঝিলা পরীক্ষা।।
স্ত্রীবাধ্য না হয় কেহ আমার এ বংশে।
তোর দোষ নাহি, আমি মজি নিজ দোষে।।
স্ত্রীবশ যে জন তার হয় সর্ব্বনাশ।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

বিমাতার নিকট পিতৃসত্য পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বনে গমনোদ্যাগ

কৈকেয়ী বলেন, সত্য আপনি করিলা।
সত্য করি বর দিতে কাতর হইলা।।
সত্য ধর্ম্ম তপ রাজা করে বহু শ্রমে।
সত্য নষ্ট করিলে কি করিবেক রামে।।
সত্য লঙ্ঘে যে তার হয় সর্ব্বনাশ।
সে সত্য পালন করে, স্বর্গে তার বাস।।
যত রাজা হইলেন চন্দ্র সূর্য্যবংশে।
সে সবার যশ গুণ সকলে প্রশংসে।।
যযাতি নামেতে রাজা পালিল পৃথিবী।
দেবযানী নামে তার মুখ্যা মহাদেবী।।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল সবার কনিষ্ঠ।
পত্নীর বচনে রাজা তাঁর দিল রাষ্ট্র।।
শিবি নামে রাজা ছিল পৃথিবীর পাতা।
অসম সাহসী বীর, দানে বর দাতা।।
এক দ্বিজ ছিল তাঁর অন্ধ দুই আঁখি।
অত্যন্ত দরিদ্র কিছু উপায় না দেখি।।
সেই অন্ধ শিবিরাজে সত্য করাইল।
নিজ দুই চক্ষু শিবি তাঁরে দান দিল।।
আপনি হইল অন্ধ চক্ষে নাহি দেখে।
সত্য পালি সেই রাজা গেল স্বর্গলোকে।।
ইক্ষ্বাকু নামেতে রাজা ছিল সূর্য্যবংশে।
ইক্ষ্বাকুর বংশ বলি সকলে প্রশংসে।।
পিতৃ-সত্য করিলেন ইক্ষ্বাকু পালন।
কনিষ্ঠ ভায়ের তরে দিল রাজ্যধন।।
পৃথ্বী ডুবাইতে পারে সাগরের নীরে।
সাগর না বাড়ে পূর্ব্ব সত্য পালিবারে।।
দিবা সত্য করিলা আমারে দুই বর।
এখন কাতর কেন হও নৃপবর।।
নারীর মায়ার সন্ধি পুরুষে কি পায়।
দশরথ পড়িলেন কৈকেয়ী মায়ায়।।
ভূমে গড়াগড়ি রাজা যায় অভিমানে।
এতেক প্রমাদ কথা কেহ নাহি জানে।।
অধিবাস হইয়াছে জানে সর্ব্বজন।
সবে বলে বশিষ্ঠ হইল শুভক্ষণ।।
কালি শ্রীরামের হইয়াছে অধিবাস।
আজি কেন বিলম্ব, না জানি কি আভাষ।।
রাজার প্রতাপে হয় ত্রিভুবন বশ।
ভিতরে যাইতে কেহ না করে সাহস।।
পাত্র মিত্র বলে শুন সুমন্ত্র সারথি।
তোমা বিনা অন্তঃপুরে কারো নাহি গতি।।
ঝাট যাহ সুমন্ত্র সারথি অন্তঃপুরে।
সকল দেশের রাজা আসিয়াছে দ্বারে।।
রাম অভিষেকে আসিয়াছে দেবগণ।
এতক্ষণ বিলম্ব রাজার কি কারণ।।
সমুন্ত্র সারথি গেল সকলের বোলে।
দেখে, রাজা অজ্ঞান লোটায় ভূমিতলে।।

সুমন্ত্র বলিছে কেন লোটাও রাজন।
রামে রাজা করিতে হইল শুভক্ষণ।।
শত শত রাজগণ আসিয়াছে দ্বারে।
বিলম্ব না কর রাজা, চলহ বাহিরে। ।
রাজা বলিলেন, পাত্র না জান কারণ।
মোরে বধ করিতে কৈকেয়ীর যতন।।
বুকে শেল মারিয়াছে বলিয়া কুবানী।
তার সত্যে বন্দী আমি হয়েছি আপনি।।
শীঘ্র রামে আন গিয়া আমার বচনে।
তুমি আমি রাম যুক্তি করি তিন জনে।।
কৈকেয়ী বলেন যাহ সুমন্ত্র ত্বরিত।
শীঘ্র রামে আন, নহে বিলম্ব উচিত।।
শুনিয়া চলিল রথ লইয়া সারথি।
উপস্থিত হইল যেখানে রঘুপতি।।
বাহিরে থুইয়া রথ গেল অন্তঃপুরে।
যোড়হাতে কহে গিয়া রামের গোচরে।।
কৈকেয়ীর সঙ্গে রাজা যুক্তি করে ঘরে।
আমারে পাঠাইলেন লইতে তোমারে।।
মুখ্যপাত্র সুমন্ত্র শ্রীরাম তাহা জানি।
গৌরবে দিলেন তাঁরে আসন আপনি।।
শ্রীরাম বলেন, পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি।
বিলম্ব না করি আর, চল যাত্রা করি।।
যাত্রাকালে বলেন শ্রীরাম শুন সীতা।
আমি রাজ্য পাইব, বিমাতা চিন্তান্বিতা।।
কোন্ যুক্তি কুঁজী দিল বিমাতার তরে।
না জানি বিমাতা আজি কোন্ যুক্তি করে।।
রাজা সহ কৈকেয়ী কি করে অনুমান।
জানি আসি পিতা কি করেন সম্বিধান।।
সীতা স্থানে হইলেন শ্রীরাম বিদায়।
প্রকোষ্ঠ অবধি সীতা অনুব্রজি যায়।।
বাটীর বাহির হইলেন রঘুনাথ।
চারিভিতে ধায়া লোক করি যোড়হাত।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে চড়িলেন রথে।
দেখিতে সকল লোক ধায় চারিভিতে।।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইলেক নারী গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় নাহি মনে কুলের যুবতী। ।
কি করিবে স্বামী, কি করিবে ধনে জনে।
ঘুচিবে সকল পাপ রাম দরশনে।।
সারি সারি লোক সবে দাণ্ডাইয়া চায়।
শ্রীরামের যত গুণ সর্ব্বলোকে গায়।।
বহু ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন রাজা।
জন্মে জন্মে রাম যেন করি তব পূজা।।
সর্ব্বক্ষণ দেখি যেন তোমার বদন।
সর্ব্বলোক মুক্ত হবে দেখিয়া চরণ।।
রামরূপে নারীগণ মজাইল চিত।
নয়নে না চান রাম পরনারী ভিত।।
রূপ দেখি নারী সব মনে পুড়ে ঘরে।
কপাল নিন্দিয়া সবে গেল নিজ ঘরে। ।
ঘরে গিয়া স্ত্রী সবার মন নহে স্থির।
পিতৃকাছে প্রবেশ করেন রঘুবীর।।
এক প্রকোষ্ঠের বহিঃ রহেন লক্ষ্মণ।
ভিতর আবাসে রাম করেন গমন।।
দশরথ রাজা ভূমে লোটে অভিমানে।
কৈকেয়ী রাজার কাছে আছে সেইখানে। ।
শ্রীরাম বলেন মাতা কহ ত কারণ।
কেন পিতা বিষাদিত ভূমিতে শয়ন।।
কোপ যদি করেন, হাসেন আমা দেখে।
আজি কেন জিজ্ঞাসিলে কথা নাহি মুখে।।

কোন্ দোষ করিলাম পিতার চরণে।
উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে। ।
ভরত শত্রুঘ্ন দুই ভাই নাহি দেশে।
মাতুলের আলয়েতে রহিল প্রবাসে।।
বহু দিন গত, না আইল দুই জন।
সেই মনোদুঃখে বুঝি বিরস বদন।।
কোন্ জন কিম্বা করিয়াছে অপরাধ।
ভূমে লোটাইয়া তেঁই করেন বিষাদ।।
তুমি বুঝি পিতারে কহিলা কটুবাণী।
সত্য করি কহ গো বিমাতা ঠাকুরাণী।।
কি করিবে রাজভোগে পিতার অভাবে।
আমার কহ গো সত্য, প্রাণ পাই তবে।।
কি আজ্ঞা পিতার আমি করিব পালন।
সেই কথা মাতা মোরে কহ বিবরণ।।
আছুক পিতার কার্য্য তোমার বচনে।
রাজ্য ছাড়ি, প্রাণ ছাড়ি, কি ছার জীবনে।।
শ্রীরাম সরল, সে কৈকেয়ী পাপ হিয়া।
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুর হইয়া।।
দৈত্যযুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জর্জ্জর।
তাতে সেবিলাম, দিতে চাহিলেন বর। ।
বিস্ফোট হইলে পুনঃ করি সেবা পূজা।
তাহে অন্য বর দিতে চাহিলেন রাজা।।
এক বরে ভরতে করিব দণ্ডধর।
আর বরে রাম তুমি হও বনচর।।
দুই বারে দুই বর আছে মম ধার।
মম ধার শুধি তাঁরে সত্যে কর পার।।
শিরে জটা ধরি তুমি পরিবা বাকল।
বনে চৌদ্দ বৎসর খাইবা ফল মূল।।
শুনিয়া কহেন রাম সহাস্য বদনে।
তোমার আজ্ঞায় মাতা এই যাই বনে।।
করিয়াছে কোন্ কাজে পিতারে মুর্চ্ছিত।
লঙ্ঘিতে তোমার আজ্ঞা নহে ত উচিত।।
আছুক পিতার কাজ, তুমি আজ্ঞা কর।
তব আজ্ঞা সকল হইতে মহত্তর।।
তব প্রীতি হবে, রবে পিতার বচন।
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন।।
ভরতেরে ত্বরিতে আনাও মাতা দেশ।
ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ।।
কোন দোষ নাহি মাতা তাহার শরীরে।
ধন জন রাজ্য ভোগ দেহ ভরতেরে।।
কৈকেয়ী বলেন রাম আগে যাহ বন।
ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন।।
আমার কথাতে কোপ না করিহ মনে।
শিরে জটা ধরি তুমি আজি যাহ বনে। ।
হেঁটমাথা করিয়া শুনেন মহারাজ।
কি কহিব কৈকেয়ীর নাহি ভয় লাজ।।
কৈকেয়ীর প্রতি রাম করেন আশ্বাস।
বিলম্ব নাহিক আজি যাব বনবাস।।
যাবৎ মায়েরে সীতা করি সমর্পণ।
তাবৎ বিলম্ব মাতা সহিবা এখন।।
ভূমে লোটাইয়া রাজা আছেন বিষাদে।
শুনেন দোঁহার বাক্য স্বপ্ন হেন বোধে।।
রামচন্দ্র পিতার চরণদ্বয় বন্দে।
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে।।
পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত।
হা রাম বলিয়া রাজা হলেন মূর্চ্ছিত।।
মুখে নাহি শব্দ রাজার, নাহিক চেতন।
হইলেন বাহির যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।

রামের এ সব কথা কেহ নাহি শুনে।
প্রাণের দোসর মাত্র লক্ষ্মণ সে জানে।।
করেন কৌশল্যাদেবী দেবতা-পূজন।
ধূপ ধূনা ঘৃত দীপ জ্বালিয়া তখন।।
নানা উপহারে রাণী পূরিয়াছে ঘর।
সাতশত সপত্নী সে ঘরের ভিতর।।
সবেমাত্র কৈকেয়ী নাহিক একজন।
সাতশত রাণী আর বহু নারীগণ।।
কৌশল্যার কাছে থাকে সাতশত রাণী।
রামজয় এই মাত্র শব্দ সদা শুনি।।
হেনকালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে।
আশীর্ব্বাদ করে রাণী পরম আনন্দে।।
তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্যদান।
সুপ্রসন্না রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ।।
নানাবিধ সুখ ভুঞ্জ, হও চিরজীবী।
চিরকাল রাজ্য কর পালহ পৃথিবী।।
সেবিলাম শিব শিবা চরণ-কমলে।
তুমি পুত্র রাজা হও সেই পুণ্যফলে।।
শ্রীরাম বলেন, মাতা হর্ষ হও কিসে।
হাতেতে আইল নিধি, গেল দৈবদোষে।।
তুমি আমি সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ।
শোকসিন্ধু-নীরে আজি মজি চারি জন।।
তোমারে কহিতে কথা আমি ভীত হই।
প্রমাদ পাড়িল মাতা বিমাতা কৈকেয়ী।।
বিমাতার বচনে যাইতে হৈল বন।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন।।
শুনিয়া পড়িল রাণী মূর্চ্ছিত হইয়া।
ডাকেন ত্বরিত রাম মা মা মা বলিয়া।।
মা মা বলিয়া রাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকে।
মাতৃবধ করি বুঝি ডুবিনু নরকে।।
কৌশল্যারে ধরি তোলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বহুক্ষণে কৌশল্যার হইল চেতন।।
চেতন পাইয়া রাণী বলে ধীরে ধীরে।
সকল বৃত্তান্ত সত্য বলহ আমারে।।
তোর দিব্য লাগে যদি ভাঁড়াও আমায়।
কি দোষে কৈকেয়ী বনে তোমারে পাঠায়।।
শ্রীরাম বলেন মাতা দৈবের ঘটন।
বিমাতার দোষ নাই, বিধির লিখন।।
পিতৃসেবা বিমাতা করিল বারে বার।
দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার।।
আজি আমি রাজা হৈব সকলের আগে।
শুনিয়া বিমাতা সেই দুই বর মাগে।।
এক বরে ভরতে করিতে দণ্ডধর।
আর বরে আমি যাই বনের ভিতর।।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
বিমাতার সেবায় পিতার প্রীতি অতি।।
তুমি যদি সেবা মাতা করিতে পিতার।
তবে কেন এত তাপ ঘটিবে তোমার।।
এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে।
ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা অন্তরে।।
কাটিলে কদলী যেন লোটায় ভূতলে।
হা পুত্র বলিয়া রাণী রাম প্রতি বলে।।
গুণের সাগর পুত্র যার যার বন।
সে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন।।
রাজার প্রথম জায়া আমি মহারাণী।
চণ্ডালী হইল মোর কৈকেয়ী সতিনী।।
ঘটাইল প্রমাদ কৈকেয়ী পাপীয়সী।
রাজারে কহিয়া রামে করে বনবাসী।।

সূর্য্যবংশ রাজ্যে নাহি অকাল- মরণ।
এই সে কারণে মম না যায় জীবন।।
পূজিলাম কত শত দেব-দেবীগণে।
তার কি এ ফল বাছা তুমি যাও বনে।।
যত যত সূর্য্যবংশ রাজা জন্মেছিল।
বল দেখি, স্ত্রীর বাক্যে কে হেন করিল।।
অযশ রাখিল রাজা নারীর বচনে।
স্ত্রীবাধ্য পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে।।
স্ত্রীর বাক্যে যিনি পুত্রে পাঠান কাননে।
এমন পিতার কথা না শুনিহ কাণে।।
লক্ষ্মণ বলেন, সত্য তব কথা পূজি।
স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি।।
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য পায় ইহা সবে ঘোষে।
হেন পুত্র বনে রাজা পাঠান কি দোষে।।
অগ্রে রাজা দিয়া পরে পাঠান কাননে।
হেন অপযশ রাজা রাখেন ভুবনে।।
যাবৎ এ সব কথা না হয় প্রচার।
তাবৎ শ্রীরামচন্দ্র লহ রাজ্যভার।।
বার্দ্ধক্যে দুর্ব্বুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগল।
করিয়াছে বাধ্য তাঁরে কৈকেয়ী কেবল।।
যদি রঘুনাথ আমি তব আজ্ঞা পাই।
ভরতে খণ্ডিয়া রাজ্য তোমারে দেওয়াই।।
আমি এই আছি ভাই তোমার সেবক।
আজ্ঞা কর, ভরতের কাটিব মস্তক।।
তুমি যদি হস্তে প্রভু ধর ধনুর্ব্বাণ।
তব রণে কোন্ জন হবে আগুয়ান।।
কৌশল্যা বলেন রাম কি বলে লক্ষ্মণ।
বিমাতার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন।।
এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকার।
ভরতের করে দেহ সব রাজ্যভার।।
অন্য সত্য পালিতে নাহিক প্রয়োজন।
দেশে থাক রাম, তুমি না যাইও বন।।
মায়ের বচন লঙ্ঘি পিতৃবাক্য ধর।
পিতা হৈতে মাতা তব অতি মহত্তর।।
গর্ভে ধরি দুঃখ পায়, স্তন দিয়া পোষে।
হেন মাতৃ-আজ্ঞা রাম লঙ্ঘ তুমি কিসে।।
বাপের বচন রাখ, লঙ্ঘ মাতৃ-বাণী।
কোন্ শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি।।
শ্রীরাম বলেন মাতা, শুন এক কথা।
পিতা অতিশয় মান্য তোমার দেবতা।।
দেখহ পরশুরাম পিতার কথায়।
অস্ত্রাঘাত করিলেন মায়ের মাথায়।।
পিতার আজ্ঞায় অষ্টাবক্রের গোবধ।
সগর জন্যায় পুত্রগণের আপদ।।
সত্য না লঙ্ঘেন পিতৃ-সত্যেতে তৎপর।
মম দুঃখে পিতা কত হবেন কাতর।।
পিতৃসত্য আমি যদি না করি পালন।
বৃথা রাজ্যভোগ মম, বৃথাই জীবন।।
বর্জ্জিবেন বিমাতারে পিতা লয় মনে।
কহির তাঁহার সেবা তুমি রাত্রি দিনে।।
কৌশল্যা বলেন, রাম সত্যে যাও বন।
তুমি বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন।।
মাতৃবধ করিলে হইবে তব পাপ।
মাতৃবধ পাপে রাম বড় পাবে তাপ।।
পিতৃসত্য পালিবা যে মায়ের মরণে।
কোন্ পাপ বড় রাম ভাব দেখি মনে।।
আস্ফালন লক্ষ্মণ করেন অতিশয়।
শ্রীরাম বলেন, তব বুদ্ধি ভাল নয়।।

যত যত্ন কর তুমি রাজ্য লইবারে।
তত যত্ন করি আমি যাইতে কান্তারে।।
বিমাতার দোষ নাহি, দোষী কহে কুঁজী।
সকল দেখিবা ভাই বিধাতার বাজী।।
বিমাতা জানেন ভাল আমার চরিত।
জানিয়া শুনিয়া করিলেন বিপরীত।।
ভরত হইতে তাঁর আমা প্রতি আশা।
বিমাতার দোষ নাই, আমার দুর্দ্দশা।।
যে দিন যে হবে তাহা বিধি সব জানে।
দুঃখ না ভাবিহ তাই ক্ষমা দেহ মনে।।
দুঃখ না ভুঞ্জিলে কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
দুঃখ সুখ দেখ ভাই ললাট-লিখন।।
প্রবোধ না মানে, কালসর্প যেন গর্জ্জে।
সুমিত্রা কুমার বীর ঘন ঘন তর্জ্জে।।
ধনুকেতে গুণ দিয়া ফিরে চারিভিতে।
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর লাগিল কহিতে।।
রাজ্যখণ্ড ত্যজিয়া হইব বনবাসী।
রাজ্যভোগ ত্যজি ফল মূল অভিলাষী।।
সন্ন্যাস তপস্যা যত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম।
ক্ষত্রিয়ের সদা যুদ্ধ, সেই তার ধর্ম্ম।।
ক্ষত্রিয় কোথায় কে করেছে বনবাস।
শত্রুর বচনে কেন ছাড়ি রাজ্য- আশ ।
সবে জানে, বিমাতা শত্রুর মধ্যে গণি।
তার বাক্যে রাজ্য ছাড়ে, কোথাও না শুনি।।
তোমা বিনা পিতার মনেতে নাহি আন।
তুমি বনে গেলে রাজা ত্যজিবেন প্রাণ।।
তোমা বিনা পিতা যাইবেন পরলোকে।
প্রাণ ত্যজিবেন মাতা তোমা পুত্রশোকে।।
এই শোকে মাতা পিতা ত্যজিবে জীবন।
মাতৃ-পিতৃ হত্যা তুমি কর কি কারণ।।
অকারণে হের এ আজানু বাহুদণ্ড।
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড।।
অকারণে ধরি খড়্গ চর্ম্ম ভল্ল শূল।
আজ্ঞা কর, ভরতেরে করিব নির্ম্মূল।।
সকল হইল ব্যর্থ এ সব সম্পদ।
আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ আপদ।।
শ্রীরাম বলেন, তার নাহি অপরাধ।
ভরত না জানে কিছু এতেক প্রমাদ।।
অকারণে ভরতেরে কেন কর রোষ।
বিধির নির্ব্বন্ধ ইহা তাহার দোষ।।
রামেরে প্রবোধ দেন কৌশল্যা লক্ষ্মণ।
দয়াময় রাম নাহি শুনেন বচন।।
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ বচন।
আজ্ঞা কর মাতা, আজি যাই আমি বন।।
কৌশল্যা কহেন রামে সজল নয়নে।
না জানি হইবে কবে দেখা তব সনে।।
যে মন্ত্র কৌশল্যা পেয়েছিল আরাধনে।
সেই মন্ত্র দিল রাণী শ্রীরামের কাণে।।
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে থাকিবে কুশলে।
অষ্ট লোকপাল রাখ আমার ছাওয়ালে।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখুন কার্ত্তিক গণপতি।
লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্ব্বতী।।
একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ যে রবি।
জলে স্থলে রক্ষা আর করুন পৃথিবী।।
চৌদ্দবর্ষ রহে যদি আমার জীবন।
তবে তোমা সনে মম হবে দরশন।।
বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সম্ভাষণে।।

শ্রীরাম বলেন, সীতা নিজ কর্ম্মদোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে।।
বিবাহ করিয়া এক বর্ষ আছি ঘরে।
হেনকালে বিমাতা ফেলিল মহাফেরে।।
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ।।
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি দিনে।।
জানকী বলেন, সুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস।।
তুমি ত পরম গুরু, তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু, আমি যাই তথা।।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে, মরণে সংহতি।।
প্রাণনাথ কেন একা হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব করে লও দাসী।।
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবে না ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে।।
যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুঃখ।
শত দুঃখ ঘুচে যদি দেখি তব মুখ।।
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি।।
শ্রীরাম বলেন, শুন জনক-দুহিতা।
বিষম দণ্ডক বন না যাইহ সীতা।।
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস।।
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক মনোসুখে।
ফল-মূল খাইয়া কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে।।
তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কোমল।
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণ- কমল।।
তুমি আমি দোঁহে হব বিকৃতি আকৃতি।
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি।।
চতুর্দ্দশ বর্ষ গেলে দেখ বুঝি মনে।
এই কাল গেলে সুখে থাকিব দুজনে।।
চিন্তা না করিহ কান্তে ক্ষান্ত হও মনে।
বিষম রাক্ষসগুলো আছে সেই বনে।।
শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি মনের সন্তাপে।।
পণ্ডিত হইয়া বল নির্ব্বোধের প্রায়।
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায়।।
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
দেখ তারে বীর বলে, কোন্ বীর জনে।।
রাজ্য নিতে ভরত না করিল অপেক্ষা।
তার রাজ্যে স্ত্রী তোমার কিসে পায় রক্ষা।।
পেয়েছিলে রাজ্য তুমি লইল যে জন।
স্ত্রী লইতে বিলম্ব তাহার কতক্ষণ।।
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে।।
তব সঙ্গে থাকি যদি লাগে ধূলি গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়।।
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্য স্বর্গ গৃহ নহে তার সমতুল।।
তব দুঃখে দুঃখ মম সুখে সুখভার।
আহারে আহার আর বিহারে বিহার।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন।
শ্যামরূপ নিরখিয়া করিব বারণ।।
বহু তীর্থ দেখিব অনেক তপোবন।
নানাবিধ পর্ব্বতে করিব আরোহণ।।

যখন পিতার ঘরে ছিলাম শৈশবে।
বলিতেন আমাকে দেখিয়া মুনি সবে।।
শুন হে জনকরাজ, তোমার দুহিতা।
করিবেন বনবাস পতির সহিতা।।
ব্রাহ্মণের কথা কভু না হয় খণ্ডন।
বনবাস আছ মম ললাটে লিখন।।
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন।।
শ্রীরাম বলেন, বুঝিলাম তব মন।
তোমারে পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ।।
বনে বাস হেতু হইয়াছে তব মন।
খসাইয়া ফেলহ গায়ের আভরণ।।
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে।
খুলিলেন অলঙ্কার যে ছিল শরীরে।।
সম্মুখে দেখেন যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তা সবারে দেন তিনি নিজ আভরণ।।
আভরণ অর্পিয়া বলেন সীতা বাণী।
ভূষণ পরেন যেন তোমার ব্রাহ্মণী।।
সীতার ভাণ্ডারে ছিল বহু বস্ত্র ধন।
সে সকল করিলেন তিনি বিতরণ।।
শ্রীরাম বলেন, শুন অনুজ লক্ষ্মণ।
দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন।।
দাস দাসী সবাকারে করিহ জিজ্ঞাসা।
রাজ্য লইবারে ভাই না করিহ আশা।।
পিতা মাতা কাতর হবেন মম শোকে।
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে।।
যেই তুমি, সেই আমি, শুনহ লক্ষ্মণ।
একেরে দেখিলে হয় শোক পাসরণ।।
লক্ষ্মণ বলেন, আমি হই অগ্রসর।
আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর।।
যেই তুমি, সেই আমি, বিধাতা তা জানে।
যদি আমি থাকি, তুমি কি করিবে বনে।।
সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে।
সেবক ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুই জনে।।
রাজার কুমারী সীতা দুঃখ নাহি জানে।
সেবক বিহনে দুঃখ পাবেন কাননে।।
শ্রীরাম বলেন, ভাই যদি যাবে বন।
বাছিয়া ধনুক বাণ লহ রে লক্ষ্মণ।।
বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে।
ধনুর্ব্বাণ লহ যেন জয়ী হই রণে।।
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
ভাল ভাল বাণ সব বান্ধিল বিস্তর।।
শ্রীরাম বলেন বলি লক্ষ্মণ তোমারে।
তল্লাস করহ ধন, কি আছে ভাণ্ডারে।।
ধনে আর আমার নাহিক প্রয়োজন।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে দেহ যত আছে ধন।।
মুনি ঋষি আদি করি কুল-পুরোহিত।
তা সবারে ধন দিয়া তোষহ ত্বরিত।।
বাছিয়া বাছিয়া আন কুলীন ব্রাহ্মণ।
যেবা যত চাহে, তাঁরে দেহ তত ধন।।
যতেক দরিদ্র আছে ভিক্ষা মাগি খায়।
তা সবারে দেহ ধন, যেবা যত চায়।।
মম দুঃখে যত লোক হইবেক দুঃখী।
চতুর্দ্দশ বর্ষ যেন তারা হয় সুখী।।
পাইলেন লক্ষ্মণ শ্রীরামের আদেশ।
তাঁহার সম্মুখে ধন আনেন অশেষ।।
ভাণ্ডার করেন শূন্য ধন বিতরণে।
সবারে তোষেন রাম মধুর বচনে।।

আমা লাগি তোমরা না করহ ক্রন্দন।
করিবে ভরত ভাই সবারে পালন।।
কোন দোষ নাহি ভাই ভরত-শরীরে।
বড় তুষ্ট আছি আমি তার ব্যবহারে।।
নানা রত্ন রাম করিলেন পরিহার।
দানে শূন্য করিলেন শতেক ভাণ্ডার।।
সকল ভাণ্ডার শূন্য আর নাহি ধন।
হেনকালে বার্ত্তা পায় ত্রিজটা ব্রাহ্মণ।।
বড়ই দরিদ্র সে, ত্রিজটা নাম ধরে।
দান-কথা শুনিয়া সে ধড়ফড় করে।।
চলিতে শকতি নাই তনু ক্ষীণ হয়।
ব্রাহ্মণী তাহাকে হিত উপদেশ কয়।।
দীনেরে করেন ধনী রাম দিয়া ধন।
তুমি আমি বুড়া বুড়ী মরি দুই জন।।
তুমি বৃদ্ধ আমি নারী, দুঃখ সে অপার।
কে আর পুষিবে, কোথা মিলিবে আহার।।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ তব নড়ি ভর করে।
অতি কষ্টে গিয়া কহে রামের গোচরে।।
আমি দ্বিজ দরিদ্র, ত্রিজটা নাম ধরি।
বৃদ্ধকালে ব্রাহ্মণীকে পুষিতে না পারি।।
পুত্র নাই আমারে কে করিবে পালন।
অনাহারে বুড়া বুড়ী মরি দুই জন।।
নড়ি ভর করিয়া আইলাম সম্প্রতি।
তোমা বিনা দরিদ্রের আর নাহি গতি।।
শ্রীরাম বলেন, দ্বিজ আসিয়াছ শেষে।
ধন নাই, পেয়ে দ্বিজ হরিষ অন্তরে।।
কাপড় আঁটিয়া যায় পালের ভিতরে।
দৃঢ় করি চুল বান্ধি নড়ি করি হাতে।
পালেতে প্রবেশ করে উঠিতে পড়িতে।।
বৃড়ার বিক্রম দেখি ভাবে সর্ব্বজনে।
ধেনুতে মারিবে নাকি এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে।।
হাসিয়া বিহ্বল কেহ কেহ বা বিষাদে।
ব্রহ্মবধ হেতু রাম পড়িলা প্রমাদে।।
শ্রীরাম বলেন দ্বিজ কহিতে ডরাই।
না পারিবে লইবারে এক লক্ষ গাই।।
এক ধেনু লইতে তোমার সঙ্কট।
মরিবারে যাহ কেন ধেনুর নিকট।।
ধেনুর সহিত দান দিলাম গোয়াল।
গোয়ালে রাখিবে ধেনু থাকে যতকাল।।
অনুমানে জানি তুমি বড়ই নির্ধন।
আজ্ঞা কর, দিতে পারি আর কিছু ধন।।
দ্বিজ বলে, প্রভু নাহি চাহি আর ধন।
ধেনু-ধন বিনা নাহি অন্য প্রয়োজন।।
বুড়া বুড়ী ধেনু-দুগ্ধ খাইব অপার।
কত দুগ্ধ বিকি দিয়া পূরিব ভাণ্ডার।।
অনাথের নাথ তুমি সকলের গতি।
কহিতে তোমার গুণ কাহার শকতি।।
এক লক্ষ ধেনু লৈয়া দ্বিজ গেল দেশে।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণের বনে গমন

রামের প্রসাদে বাড়ে সবা ঐশ্বর্য্য।
দরিদ্র হইল ধনী, শুনিতে আশ্চর্য্য।।
রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাস।
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাস।।
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
তিন জন হইলেন পুরীর বাহির।।
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যানগরী।
জানকীর পাছে ধায় অযোধ্যার নারী।।
যে সীতা না দেখিতেন সূর্য্যের কিরণ।
হেন সীতা বনে যান দেখে সর্ব্বজন।।
যেই রাম ভ্রমেন সোণার চতুর্দ্দোলে।
হেন প্রভু রাম পথ বাহেন ভূতলে।।
কোথাও না দেখি হেন, কোথাও না শুনি।
হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী।।
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে।
বিদার হইতে যান পিতার চরণে।।
বুদ্ধি নাই ভূপতির, হরিয়াছে জ্ঞান।
রাম বনে গেলে তাঁর কিসে বাঁচে প্রাণ।।
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্রে হায় কৈল বনবাসী।।
মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ।
বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ।।
জানকী সহিত রাম যান তপোবন।
রাজ্যসুখ ভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ।।
পুরীশুদ্ধ সবে যায় শ্রীরামের সনে।
চৌদ্দ বর্ষ এক ঠাঁই থাকি গিয়া বনে।।
অযোধ্যার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।
কৈকেয়ী করুক রাজ্য ভরতে লইয়া।।
শৃগাল ভল্লুক রহুক অযোধ্যানগরে।
মায়ে পোয়ে রাজত্ব করুক একেশ্বরে।।
এইরূপে শ্রীরামের সকলে বাখানে।
রাজার নিকটে যান দ্রুত তিন জনে।।
এক প্রকোষ্ঠ বাহিরে রহে তিন জন।
আবাস ভিতরে রাজা করেন ক্রন্দন।।
ভূপতি বলেন, রে কৈকেয়ী ভুজঙ্গিনি।
তোরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি।।
রঘুবংশে নাশ হেতু আইলি রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্রেরে করিলি বনবাসী।।
কেমনে দেখিব আমি রাম যায় বন।
রাম বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন।।
প্রাণ যাক্ তাহে মম নাহি কোন শোক।
আমারে স্ত্রীবশ বলি ঘুষিবেক লোক।।
বড় বড় রাজা আমি জিনিলাম রণে।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে মোর বাণে।।
যেই রাজা জিনিলেক দৈত্য যে সম্বর।
যারে অর্দ্ধাসন স্থান দেন পুরন্দর।।
হেন দশরথ রাজা স্ত্রী লাগিয়া মরে।
এই অপকীর্ত্তি মম থাকিল সংসারে।।
স্ত্রীর বশ না হইবে অন্য কোন নর।
আমার মরণে লোক শিখিল বিস্তর।।
বর্জ্জিবে ভরত তোরে এই অনাচারে।
আমি বর্জ্জিলাম তোরে আর ভরতেরে।।
আজি হৈতে তোরে আমি করিনু বর্জ্জন।
ভরতের না লইব শ্রাদ্ধ বা তর্পণ।।

থাকি অন্য প্রকোষ্ঠেতে তাঁরা তিন জন।
শুনেন রাজার সর্ব্ব বিলাপ- বচন। ।
রাজার দুঃখেতে দুঃখী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাজার ক্রন্দনেতে কান্দেন ভূপতি।।
হেনকালে উপনীত সুমন্ত্র সারথি।
যোড়হাতে বার্ত্তা কহে রাজার গোচর।
নিবেদন, অবধান কর নৃপবর।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা যায় আজি বনে।
বিদায় হইতে আইছেন তিন জনে।।
ভূপতি বলেন, মন্ত্রী নাহি মম জ্ঞান।
সাতশত মহারাণী আন মোর স্থান।।
রাজার পাইয়া আজ্ঞা সুমন্ত্র সারথি।
সাতশত মহাদেবী আনে শীঘ্রগতি।।
সাতশত মহারাণী চারিদিকে বৈসে।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রমা প্রকাশে।।
সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা-মতে চলিল তখন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা আনে তিন জন।।
কহেন বন্দিয়া রাম পিতার চরণে।
আজ্ঞা কর বনে যাই এই তিন জনে।।
কহিলেন নৃপতি করিয়া হাহাকার।
মম সঙ্গে দেখা বাছা না হইবে আর।
হেথা না রহিব আমি, না রবে জীবন।
তোমার সহিত রাম যাব তপোবন।।
শ্রীরাম বলেন, পিতা এ নহে বিহিত।
পুত্র সঙ্গে পিতা যায় এই কি উচিত।।
ভূপতি বলেন, রাম থাক এক রাতি।
এক রাত্রি একত্র করিব নিবসতি।।
ভালমতে দেখিব তোমার সুবদন।
পুন আর না হইবে মুখচন্দ্র দরশন। ।
শ্রীরাম বলেন, যদি নিশ্চিত গমন।
এক রাত্রি লাগি কেন সত্য উল্লঙ্ঘন।।
আজি আমি বনে যাব আছয়ে নির্ব্বন্ধ।
না গেলে বিমাতা মনে ভাবিবেন মন্দ।।
আজি হৈতে অন্ন করিলাম বিসর্জ্জন।
বনে গিয়া ফল-মূল করিব ভক্ষণ।।
তারে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃসত্য পালিয়া শোধয়ে পিতৃধার। ।
ভূপতি বলেন, শুন সুমন্ত্র বচন।
অশ্ব হস্তী সঙ্গে দেহ বহুমূল্য ধন।।
অরণ্যের মধ্যে আছে বহু পুণ্যস্থান।
ব্রাহ্মণ তপস্বী দেখি করিহ প্রদান।।
যদি ধন দিতে রাজা করেন আশ্বাস।
কৈকেয়ী অন্তরে দুঃখী ছাড়িল নিশ্বাস।।
সর্ব্বাঙ্গ হইল শুষ্ক ম্লান হৈল মুখ।
রাজারে পাড়িল গালি পেয়ে মনে দুখ।।
ভরতেরে রাজ্য দিতে করি অঙ্গীকার।
কুটিল-হৃদয় কর অন্যথা তাহার।।
তব বংশে ছিলেন সগর মহাশয়।
অসমঞ্জ পুত্রে বর্জ্জে প্রধান তনয়।।
রামেরে বর্জ্জিতে আজি মনে লাগে ব্যথা।
আপনি করিয়া সত্য করিলা অন্যথা।।
এত যদি ভূপতির বলিল কৈকেয়ী।
নৃপতি বলেন শুন পাপীয়সি কহি।।
সগরের পুত্র অসমঞ্জ দুরাচার।
গলা চাপি বালকের করিত সংহার।।
তার মাতা পিতা দুঃখ পায় পুত্রশোকে।
জানাইল সগর রাজারে প্রজালোকে।।
জানাইল সগর রাজারে প্রজালোকে।

জানাইল সগর রাজারে প্রজালোক।।
তব রাজ্য ছাড়ি রাজা যাব অন্য দেশ।
অসমঞ্জ প্রজাগণে দেয় বড় ক্লেশ।।
কেমনে থাকিবে প্রজা যে দেশে এমন।
প্রজা যদি চাহ, পুত্রে করহ বর্জ্জন।।
অসমঞ্জে বর্জ্জে আমি কোন্ অপরাধে।
শ্রীরামেরে বর্জ্জি আমি কোন্ অপরাধে।।
জগতের হিত রাম জগৎ জীবন।
হেন রামে কে বলিবে যাহ তুমি বন। ।
তখন বলেন রাম পিতৃ বিদ্যমানে।
ভাল যুক্তি মাতা বলিলেন তব স্থানে।।
রাজ্য ছাড়ি যাহার যাইতে হয় বন।
অশ্ব হস্তী ধনে তার কোন্ প্রয়োজন।।
গাছের বাকল পরি দণ্ড করি হাতে।
জানকী লক্ষ্মণ মাত্র যাইবেক সাথে।।
বাকল পরিবে রাম, কৈকেয়ী তা শুনে।
বাকল রাখিয়াছিল দিল ততক্ষণে।।
বাকল আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।
কান্দেন বাকল দেখি রাজা দশরথে।।
যদি ধন দিতে রাজা করেন আশ্বাস।
কৈকেয়ী অন্তরে দুঃখী ছাড়িল নিশ্বাস।।
সর্ব্বাঙ্গ হইল শুষ্ক ম্লান হৈল মুখ।
রাজারে পাড়িল গালি পেয়ে মনে দুঃখ।।
ভরতেরে রাজ্য দিতে করি অঙ্গীকার।
কুটিল হৃদয় কর অন্যথা তাহার।।
তব বংশে ছিলেন সগর মহাশয়।
অসমঞ্জ পুত্রে বর্জ্জে প্রধান তনয়।।
রামেরে বর্জ্জিতে আজি মন লাগে ব্যথা।
আপনি করিয়া সত্য করিলা অন্যথা।।

এত যদি ভূপতির বলিল কৈকেয়ী।
নৃপতি বলেন শুন পাপীয়সি কহি।।
সগরের পুত্র অসমঞ্জ দুরাচার।
গলা চাপি বালকের করিত সংহার।।
তার মাতা পিতা দুঃখ পায় পুত্রশোকে।
জানাইল সগর রাজারে প্রজালোকে।।
তব রাজ্য ছাড়ি রাজা যাব অন্য দেশ।
অসমঞ্জ প্রজাগণে দেয় দেড় ক্লেশ। ।
কেমনে থাকিবে প্রজা যে দেশে এমন।
প্রজা যদি চাহ, পুত্রে করহ বর্জ্জন।।
অসমঞ্জে বর্জ্জে রাজা লোক-অনুরোধে।
শ্রীরামেরে বর্জ্জি আমি কোন্ অপরাধে।।
জগতের হিম রাম জগৎ জীবন।
হেন রামে কে বলিবে যাহ তুমি বন। ।
তখন বলেন রাম পিতৃ বিদ্যমানে।
ভাল যুক্তি মাতা বলিলেন তব স্থানে।।
রাজ্য ছাড়ি যাহার যাইতে হয় বন।
অশ্ব হস্তী ধনে তার কোন্ প্রয়োজন।।
গাছের বাকল পরি দণ্ড করি হাতে।
জানকী লক্ষ্মণ মাত্র যাইবেক সাথে।।
বাকল পরিবে রাম, কৈকেয়ী তা শুনে।
বাকল রাখিয়াছিল দিল ততক্ষণে।।
বাকল আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।
কান্দেন বাকল দেখি রাজা দশরথে।।
লক্ষ্মণের সীতার বাকলি তিনখানি।
রোদন করেন দেখে সাতশত রাণী।।
অশ্রুজল সবাকার করে ছল ছল।
কেমনে পরিবে সীতা গাছের বাকল।।
হরি হরি স্মরণ করয়ে সর্ব্বলোকে।

বজ্রঘাত হয় যেন ভূপতির বুকে।।
সবে বলে কৈকেয়ী পাষাণ তোর হিয়া।
তিলেক না হয় দয়া রামেরে দেখিয়া।।
এক জনে দংশিয়া দংশিলি তিন জনে।
লক্ষ্মণ সীতারে কেন পাঠাইলি বনে।।
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যান বন।
জানকী লক্ষ্মণ যান কিসের কারণ।।
বধূর বাকল দেখি রাজার ক্রন্দন।
পাত্র মিত্র বলে সীতা পরুন বসন।।
পিতৃসত্য পুত্র পালে বধূর কি দায়।
পতিব্রতা সীতাদেবী পশ্চাতে গোড়ায়।।
নানা রত্নে পূর্ণিত যে রাজার ভাণ্ডার।
সুমন্ত্র শুনিয়া আনে দিব্য অলঙ্কার।।
জানকী পরেন তাড় তোড়ন নূপুর।
মকর কুণ্ডল হার অপূর্ব্ব কেয়ূর।।
মণিময় মালা আর বিচিত্র পাশুলী।
হীরক অঙ্গুরী হেতু শোভিত অঙ্গুলী।।
দুই হাতে শঙ্খ তাঁর অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
করিলেন ইত্যাদি ভূষণ পরিধান।।
পট্টবস্ত্র পরিলেন অতি মনোহর।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ধরিল সুন্দর।।
যেমন ভূষণ তাঁর, তেমনি আকার।
শ্বশুরে জানকী দেবী করে নমস্কার।।
বিদায় লইয়া সতী শ্বশুর-চরণে।
রহে যোড়হাতে শাশুড়ীর বিদ্যমানে।।
কৌশল্যা বলেন, সীতা শুন সাবধানে।
স্বামী-সেবা সতত করিবে রাত্রি দিনে।।
রাজার বহুয়ারী তুমি রাজার কুমারী।
তোমার আচারে আচরিবে অন্য নারী।।
নির্ধন হউক স্বামী অথবা সধন।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নহে মন।।
জানকী বলেন, গো কৌশল্যা ঠাকুরাণী।
স্বামীসেবা করিতে যে আমি ভাল জানি।।
স্বামীসেবা করি মাত্র এই আমি চাই।
তেকারণে ঠাকুরাণী বনবাসে যাই।।
যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছি পিতৃঘরে।
আর স্ত্রীর মত জ্ঞান না কর আমারে।।
মায়ের অধিক যে আমার ভাব ব্যথা।
হিত উপদেশ তেঁই শিখাইলা মাতা।।
তার কথা শুনিয়া কহেন মহারাণী।
তোমা হেন বধূ আমি ভাগ্য করি মানি।।
বধূরে প্রবোধ দিয়া বুঝান শ্রীরামে।
সতর্ক থাকিহ রাম মুনির আশ্রমে।।
জানকীর রূপে চমৎকৃত ত্রিভুবনে।
সাবধান হইও রাম ভয়ানক বনে।।
সুমিত্রা বলেন, শুন তনয় লক্ষ্মণ।
দেবজ্ঞান রামেরে করিহ সর্ব্বক্ষণ।।
জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরাণী।।
শ্রীরাম বলেন, শুন সুমিত্রা সতাই।
আশীর্ব্বাদ কর আমি বনবাসে যাই।।
বনেতে তিনেতে তিন থাকিব দোসর।
ত্রিভুবনে আমার কাহারে নাহি ডর।।
বন্দেন সবারে রাম যত রাজরাণী।
সবাকার ঠাঞি রাম মাগেন মেলানি।।
নমস্কার করিলেন কৈকেয়ী চরণে।
অনুমতি কর মাতা আমি যাই বনে।।
ভাল মন্দ বলিয়াছি দুরক্ষর বাণী।

মনে কিছু না করিহ দেহ গো মেলানি।।
পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী তাহে অতি ক্রূরমতি।
ভাল মন্দ না বলিল শ্রীরামের প্রতি।।
মায়েরে সঁপেন রাম নৃপতির পায়।
যাবৎ না আসি পিতা পালিহ মাতায়।।
রাজা বলিলেন যদি রহে এ জীবন।
তবে ত তোমার মায়ে করিব পালন।।
আমার এ আজ্ঞা রাম না কর লঙ্ঘন।
তিন দিন রথে চড়ি করহ গমন।।
রাজাজ্ঞায় রথ আনে সুমন্ত্র সারথি।
তিন দিন রথে যাইবেন রঘুপতি।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন রথে।
তোলেন আয়ুধ নানা লক্ষ্মণ তাহাতে।।
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া শ্রীরাম যান বনে।
পাছে পাছে কত ধায় স্ত্রী পুরুষগণে।।
ভাঙ্গিল সকল রাজ্য অযোধ্যানগরী।
শ্রীরামের পাছে ধায় সব অন্তঃপুরী।।
ডাক দিয়া সুমন্ত্রে বলিছে সর্ব্বজন।
রাখ রাখ দেখি শ্রীরামের চন্দ্রানন।।
কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গি রাজা ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে ধান।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কত দূরে যান।।
শ্রীরাম বলেন, শুন সুমন্ত্র সারথি।
দেখিতে না পারি আমি পিতার দুর্গতি।।
রথের করাও তুমি ত্বরিত গমন।
পিতার সহিত যেন না হয় দর্শন।।
সুমন্ত্র বলিল, আজ্ঞা না করিব আন।
এক বাক্য বলি আমি কর অবধান।।
ভাঙ্গিল রাজার সঙ্গে অযোধ্যানগরী।
রথের পশ্চাতে এই দেখে সর্ব্বপুরী।।
রাজার সহিত যদি হয় দরশন।
তবে না দেশেতে লোক করিবে গমন।।
শ্রীরাম বলেন, বলি সুমন্ত্র তোমারে।
প্রয়োজন নাহি মোর রাজ্য পরিবারে।।
মম বাক্য আপনি না পার লঙ্ঘিবারে।
ঝাট রথ চালাহ না দেখা দিব কারে।।
শ্রীরামের আজ্ঞামতে সুমন্ত্র সারথি।
রথখান চালাইল পবনের গতি।।
কত দূরে গিয়া রথ হৈল অদর্শন।
ভূমিতে পড়েন রাজা হয়ে অচেতন।।
রাজারে ধরিয়া তোলে অমাত্য সকল।
শরীরের ধূলি ঝাড়ি মুখে দেয় জল।।
একদিন শোকে তাঁর মূর্ত্তি হৈল ম্লান।
রাজার জীবন নাই করে অনুমান।।
রাজারে ধরিয়া সবে লৈয়া গেল দেশ।
অন্তঃপুর মধ্যে তাঁরে করায় প্রবেশ।।
গড়াগড়ি দশরথ যান ভূমিতলে।
হেনকালে কৈকেয়ী রাজারে ধরি তোলে।।
নরপতি বলেন, না ছুঁস পাতকিনী।
স্ত্রী হইয়া স্বামীকে বধিলি চণ্ডালিনী।।
প্রথমে যখন ছিলি কৈকেয়ী যুবতী।
রাত্রিদিন থাকিতিস্ আমার সংহতি।।
তাহার কারণ এই হইল প্রকাশ।
রাম ছাড়া করিয়া করিলি সর্ব্বনাশ।।
গেলেন শোকার্ত্ত রাজা কৌশল্যার ঘর।
দোঁহার হইল শোক একই সোসর।।
রাত্রি দিন নাহি ঘুচে দোঁহার ক্রন্দন।
এক শোকে হইলেন কাতর দুজন।।
মুনি বেদ ছাড়িলেন, যোগী ছাড়ে যোগ।

পাবক আহুতি ছাড়ে, প্রজা ছাড়ে ভোগ।।
মাতঙ্গ আহার ছাড়ে, ঘোড়া ছাড়ে ঘাস।
প্রজার ভোজন নাই করে উপবাস।।
যামিনীতে কামিনী না যায় পতি পাশ।
সংসার হইল শূন্য সকলে নিরাশ।।
রাত্রি দিন কান্দে লোক করে জাগরণ।
গেলেন তমসাকূলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
নানা বনফুল দেখি সে নদীর কূলে।
রাজহংস ক্রীড়া করে তমসার জলে।।
সুমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন রাম।
তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম।।
রথ-অশ্ব স্নান করাইল তার জলে।
জল পান করাইয়া বান্ধে তার কূলে।।
অস্তগিরি গত রবি বেলার বিরাম।
তমসার জলে স্নান করেন শ্রীরাম।।
কমণ্ডলু ভরি জল আনিল লক্ষ্মণ।
রাম সীতা প্রক্ষালন করেন চরণ।।
লক্ষ্মণ বৃক্ষের তলে বিছাইলা পাতা।
করিলেন তাহাতে শয়ন রাম সীতা।।
হাতে ধনু লক্ষ্মণ রহিল জাগরণে।
প্রীতি পাইলেন রাম লক্ষ্মণের গুণে।।
তমসার কূলেতে বঞ্চেন এক রাতি।
প্রভাতে যোগায় রথ সুমন্ত্র সারথি।।
প্রাতঃস্নান আদি করি নিয়ম আচার।
হইলেন শ্রীরাম তমসানদী পার।।
যেখানে যেখানে শ্রীরামের রথ রয়।
তথাকার লোক আসি লয় পরিচয়।।
বৃদ্ধকালে দশরথ বাধ্য বনিতার।
হেন পুত্র পুত্রবধূ পাঠায় কান্তার।।
যেখানে শুনেন রাম পিতার নিন্দন।
করেন সে স্থান হতে ত্বরিত গমন।।
তমসা ছাড়িয়া আর গোমতী প্রভৃতি।
নদী পার হইলেন রাম মহামতি।।
জলে হংস কেলি করে অতি সুশোভন।
দেখি আপ্যায়িত হন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
শ্রীরাম বলেন সীতে সর্ব্বত্র বিদিত।
ইক্ষ্বাকুর রাজ্য এই দেশ সুশোভিত।।
এই দেশে ইক্ষ্বাকু ধরিল ছত্রদণ্ড।
মম পূর্ব্বপুরুষের দেখ রাজ্যখণ্ড।।
যথা যথা যান রাম প্রসন্ন হৃদয়।
সে দেশের যত লোক আসি নিবেদয়।।
তোমার বিহনে রাম রাজ্যের বিনাশ।
কোন্ বিধি সৃজিল তোমার বনবাস।।
সবাকারে রামচন্দ্র দিলেন মেলানি।
ভালবাসে আমারে তোমরা ভাল জানি।।
করিয়া রাজার নিন্দা সবে যায় ঘরে।
পিতৃনিন্দা শুনি রাম গেলেন অন্তরে।।
পক্ষী হেন উড়ে রথ যায় নানা দেশ।
কোশলের রাজ্যে রাম করেন প্রবেশ।।
শ্রীরাম বলেন, শুন জানকী সুন্দরী।
মম মাতামহের আছিলে এই পুরী।।
পুত্রবৎ করিলেন প্রজার পালন।
গঙ্গাতীরে দিয়াছেন ব্রাহ্মণ-শাসন।।
গরের মধ্যে গঙ্গা শোভে কুতূহলে।
সারি সারি যজ্ঞকুণ্ড তার দুই কূলে।।
কদলী গুবাক্ নারিকেল আম্র আর।
দুই তীরে রোপিয়াছে শোভিত অপার।।
দুই কূলে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি।

দুই কূলে স্নান করে যত ঋষি মুনি।।
সুমন্ত্রের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম।
গঙ্গাতীরে রহি আজি করিব বিশ্রাম।।
সুমন্ত্র লক্ষ্মণ দোঁহে দিলা অনুমতি।
রথ হৈতে নামিলেন চারি মহামতি।।
রাম সীতা লক্ষ্মণ বৈসেন বৃক্ষমূলে।
সুমন্ত্র চালায় অশ্ব জাহ্নবীর কূলে।।
ভাস্কর পশ্চিমে যান বেলা অবশেষে।
তখন গেলেন রাম শৃঙ্গবের দেশে।।
শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম হৃষ্টমতি।
লাগিলেন বলিতে শ্রীলক্ষ্মণের প্রতি।।
গুহক চণ্ডাল হেথা আছে মম মিত্র।
আমারে পাইলে হবে প্রফুল্লিত চিত্ত।।
শ্রীরাম বলেন, শুন সুমন্ত্র সারথি।
মিত্রের বাটীতে আমি থাকি এক রাতি।।
কহিব শুনিব বাক্য দোঁহে দোঁহাকার।
বিশেষতঃ জানিব পথের সমাচার।।
নানাবিধ ফল খাব কদলী কাঁঠাল।
সুরঙ্গ নারঙ্গী আদি পাইব রসাল।।
রাম বনে যাইতে রহেন সেই দেশে।
গাহিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত গুহকের সন্দর্শন ও জয়ন্ত কাকের এক চক্ষু বিদ্ধ করণ

যোড়হাত করি বলে সুমন্ত্র সারথি।
আমাকে কি আজ্ঞা কর করি অবগতি।।
শুনিয়া বলেন রাম কমললোচন।
রথ লৈয়া দেশে তুমি করহ গমন।।
তিন দিন রথে আসি পিতার আদেশে।
তিন দিন গত হৈল যাও তুমি দেশে।।
আর তিন দিনে যাবে অযোধ্যা-নগরে।
সকল কহিবা গিয়া পিতার গোচরে।।
বৃদ্ধ পিতা ছাড়ি আইলাম দেশান্তরে।
এমত দারুণ শোক কিমতে পাসরে।।
পিতৃসেবা না করিলাম থাকিয়া নিকটে।
কোথাও না দেখি হেন কোন জনে ঘটে।।
প্রাণের ভরত ভাই থাকে সে বিদেশে।
ভরতে আনিয়া রাজ্য করিবা হরিষে।।
যত দিন ভরত এ কথা নাহি শুনে।
তত দিন রবে মাতামহের ভবনে।।
মায়ের চরণে জানাইবে নমস্কার।
আমা হেতু শোক যেন না করেন আর।।
রাত্রি দিন সেবা যেন করেন পিতার।
মোরে পাসরিবে মাতা দেখিয়া সংসার।।
পরিহার জানাইবে কৈকেয়ীর প্রতি।
তাঁর কিছু দোষ নাই, এই দৈবগতি।।
পিতার চরণে জানাইহ সমাচার।
অস্থির হইলে তিনি মজিবে সংসার।।
তুমি হেন মহাপাত্র সুমন্ত্র সারথি।
ইষ্ট কুটুম্বের ঠাঁই জানাবে মিনতি।।
রামেরে সুমন্ত্র কহে করিয়া ক্রন্দন।
কতদিনে রাম পাব তব দরশন।।
বিদায় হইয়া যায় সুমন্ত্র কান্দিয়া।
অতি শীঘ্রগতি গেল রথ চালাইয়া।।

সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া শ্রীরাম চিন্তিত।
মন্ত্রণা করেন সীতা লক্ষ্মণ সহিত।।
হেথা হৈতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ।
এখানে থাকিলে নিতে আসিবে ভরত।।
সুমন্ত্র কহিবে, রাখি শৃঙ্গবের পুরে।
শুনিলে ভরত নিতে আসিবে সত্বরে।।
যাবৎ সুমন্ত্র পাত্র নাহি যায় দেশে।
গঙ্গা পার হৈয়া চল যাই বনবাসে।।
হুহকের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম।
চিত্রকূট শৈলে গিয়া করিব বিশ্রাম।।
দেখিয়া আতঙ্ক হয় গঙ্গার তরঙ্গ।
ঝাট পার কর, যেন সত্য নহে ভঙ্গ। ।
সাত কোটি নৌকা তার গুহক চণ্ডাল।
আনিল সোণার নৌকা সোণার কেরাল।।
গুহ বলে, করিলাম তরণী সাজন।
এক রাত্রি হেথা রাম বঞ্চ তিন জন।।
এক রাত্রি থাকি রাম তোমার সহিত।
শ্রীরাম বলেন মিত্র এ নহে উচিত। ।
এখানে রহিতে আজি মনে শঙ্কা পায়।
ভরত আসিয়া পাছে প্রমাদ ঘটায়।।
ঝাট পার কর বন্ধু, না কর বিলম্ব।
গুহ বলে, ঝাট পার করিব আরম্ভ।।
গুহের বাড়ীতে রাম করি অবস্থিতি।
বিদায় হইয়া যান চলি শীঘ্রগতি।।
প্রাতঃকালে গুহ নৌকা করিল সাজন।
পার হৈয়া কূলেতে উঠেন তিন জন।।
মাঝে সীতা, আগে পাছে দুই মহাবীর।
দুই ক্রোশ পথ বাহি যান গঙ্গাতীর।।
শ্রীরাম বলেন ভরদ্বাজের নিকটে।
আজি বাসা করি গিয়া থাকি নিঃসঙ্কটে।।
মুনিগণে বেষ্টিত বসিয়া ভরদ্বাজ।
তারাগণ মধ্যে যেন শোভে দ্বিজরাজ।।
হেনকালে সেখানে গেলেন তিন জন।
তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ।।
শ্রীরাম বলেন, শুন মুনি মহাশয়।
তিন জন তব ঠাঁই কহি পরিচয়।।
শ্রীদশরথের পুত্র মোরা দুই জন।
শ্রীরাম আমার নাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ।।
পিতৃসত্য পালিতে হয়েছি বনবাসী।
জনক-কুমারী সীতা সহিত প্রেয়সী।।
রাম-কথা শুনি মুনি উঠেন সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করেন শ্রীরামে।।
মুনি বলিলেন, তুমি বিষ্ণু- অবতার।
বিষ্ণু আরাধনে তপ করয়ে সংসার।।
যাঁর রূপ আরাধন করে মুনিগণে।
সেই বিষ্ণু আইলেন আমার ভবনে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ লক্ষ্মী দেখি তিন জনে।
আপনারে ধন্য করি মানি এত দিনে।।
গঙ্গা যমুনার মধ্যে আমার বসতি।
বনবাস বাঞ্চ হেথা থাকিব সংহতি।।
শ্রীরাম বলেন, মুনি অযোধ্যা সন্নিধি।
অযোধ্যার লোকেরা আসিবে নিরবধি।।
হেথা হৈতে কোন স্থান হয় ত নির্জ্জন।
যমুনার পারে সে অদ্ভুত হয় বন।।
কহ মুনি, কোথায় করিব নিবসতি।
শুনি ভরদ্বাজ কহে শ্রীরামের প্রতি।।
যথা মুনিগণ বৈসে বটবৃক্ষতলে।
মৃগ পক্ষী বন্যজন্তু আছে কুতূহলে।।

নানা ফল মূল পাবে বড়ই সুস্বাদ।
তপোবন দেখি রাম ঘুচিবে বিষাদ।।
মুনি সকলের সঙ্গে থাক সেই দেশ।
ভরত তোমার তথা না পাবে উদ্দেশ।।
এই দেশে নাহি রাম নৌকার সঞ্চার।
ভেলা বান্ধি যমুনার হও তুমি পার।।
ত্রিশ হস্ত যমুনা আড়েতে পরিসর।
নিম্নতা না জানে লোক গভীর বিস্তর।।
এক রাত্রি রাম হেথা বঞ্চ তিন জন।
কালি তুমি যাইও, মুনির তপোবন।।
এথা হৈতে তপোবন উভয় যোজন।
দুই প্রহরের মধ্যে যাবে তিন জন।।
সেইখানে শ্রীরাম বঞ্চেন এক রাতি।
বিদায় হইয়া রাম যান শীঘ্রগতি।।
উভয় বীরের হাতে দিব্য ধনুঃশর।
মধ্যে সীতা, দুই পার্শ্বে দুই সহোদর।।
অগ্রে রাম যান, পাছে শ্রীরাম-রমণী।
সজল জলদ সহ যেন সৌদামিনী।।
জয়ন্ত নামেতে কাক ছিল সে আকাশে।
দেখিয়া সীতার রূপ আসে সীতা-পাশে।।
অচেতন হইল ধরিতে নারে মন।
দুই নখে আঁচড়ে, সীতার দুই স্তন।।
উড়িয়া চলিল কাক পাইয়া তরাস।
ছয় মাসের পথ গেল, পর্ব্বত কৈলাস।।
ডাকেন জনকসুতা ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
শ্রীরাম বলেন, ভাই সীতাকে কে মারে।।
শুনিয়া রামের কথা কহেন লক্ষ্মণ।
সীতারে প্রহার করে আছে কোন্ জন।।
সুমিত্রা অধিক সীতা ঠাকুরাণী মা।
পলাইয়া গেল কাক আঁচড়িয়া গা।।
দেখিতে না পাই কাক, গেল কোন্ খানে।
বাণেতে বিন্ধিয়া তারে মারিব পরাণে।।
হেনকালে রামেরে বলেন দেবী সীতা।
আঁচড়িয়া গেল কাক, হয়েছি ব্যথিতা।।
কাক মারিবারে রাম পূরেন সন্ধান।
যে দেশে চলিল কাক, তথা যায় বাণ।।
কৈলাস ছাড়িয়া কাক স্বর্গপুরে যায়।
মারিতে রামের বাণ পাছু পাছু ধায়।।
ইন্দ্রের নিকটে কাক লইল শরণ।
রামের ঐষিক বাণ হইল ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ-বেশেতে গেল সে ইন্দ্রের ঠাঁই।
কহিলেক আমি যে জয়ন্ত কাক চাই।।
করিয়াছে মন্দকর্ম্ম বধিব জীবন।
রাখিবে যে জন কাক, তাহারি মরণ।।
রাখিতে নারিল কাকে দেব পুরন্দর।
আনিয়া দিলেন কাকে বাণের গোচর।।
জয়ন্তেরে দেখি রোষে শ্রীরামের বাণ।
বিন্ধিয়া করিল তার এক চক্ষু কাণ।।
শ্রীরামের কাছে দিল বিন্ধি এক আঁখি।
করুণাসাগর রাম না মারেন পাখী।।
শ্রীরাম বলেন, সীতা দেখ অপমান।
যে চক্ষে দেখিল সেই চক্ষু হৈল কাণ।।
অপমান পেয়ে কাক গেল নিজ দেশে।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

দশরথ রাজার মৃত্যু

দিবাকর কিরণ উত্তাপে উত্তাপিতা।
চলিতে কাতরা অতি জনক-দুহিতা।।
হিঙ্গুল-মণ্ডিতা তাঁর পায়ের অঙ্গুলী।
আতপে মিলায় যেন ননীর পুত্তলী।।
মুনির নগর দিয়া যান তিন জন।
দেখিতে আইল পথে মুনি-পত্নীগণ।।
জিজ্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি।
পদব্রজে কেন যাও তুমি রূপবতী।।
অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী।
সত্য পরিচয় দেহ কে বট আপনি।।
দূর্ব্বাদলশ্যাম অগ্রে অতি মনোহর।
আজানুলম্বিত ভুজ রক্ত ওষ্ঠাধর।।
সুন্দর বদন দেখি, অতি মনোহর।
আজানুলম্বিত ভুজ রক্ত ওষ্ঠাধর।।
সুন্দর বদন দেখি, অতি মনোহর।
ধনুর্ব্বাণ করে উনি কে হন তোমার।।
নবীন কমল মুখ ভ্রূভঙ্গ রচিত।
পুলকে মণ্ডিত গণ্ড অল্প বিকশিত।।
লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বুঝান, স্বামী ইনি যে আমার।।
কমলিনী সীতা পথে যান ধীরে ধীরে।
সবে উপস্থিত হন যমুনার তীরে।।
তাহার গভীর জল পাতাল প্রমাণ।
রামের প্রভাবে হয়, হাঁটুর সমান।।
না জানিয়া ভেলা তাহে বান্ধেন লক্ষ্মণ।
হাঁটু জল পার হয়ে অক্লেশে গমন।।
মুনির চরণ রাম বন্দেন তখন।
রামেরে দেখিয়া মুনি হরষিত মন।।
বলিলেন, হে রাম আপনি নারায়ণ।
তপস্বীর বেশে কেন আইলেন বন।।
শ্রীরাম বলেন, মুনি পিতার আদেশে।
বিপিনে করিব বাস তপস্বীর বেশে।।
তিন জন তথায় রহিলেন অক্লেশে।
এদিকে সুমন্ত্র গিয়া উত্তরিল দেশে।।
ছয় দিনে উত্তরিল অযোধ্যানগরে।
যোড়হাতে দাণ্ডাইলে রাজার গোচরে।।
কহিতে লাগিল পাত্র নমস্কার করে।
রামে রাখি আইলাম শৃঙ্গবের পুরে।।
সেথা হৈতে আইলাম রাজা তিন দিনে।
রাম সীতা লক্ষ্মণ রহেন সেই স্থানে।।
দিবায় দিলেন রাম মধুর বচনে।
প্রণিপাত করিয়াছে তোমার চরণে।।
রামের যেমন শীল তেমনি বচন।
গর্জ্জন করিয়া কিছু বলিল লক্ষ্মণ।।
প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরি গর্জ্জে যেন ফণী।
কিছু মাত্র না বলিল, সীতা ঠাকুরাণী।।
এতেক সুমন্ত্র যদি বলিল বচন।
পুরীর সহিত সবে করিল ক্রন্দন।।
সাতশত মহাদেবী রাজার রমণী।
কান্দিয়া বিকল সবে পোহায় রজনী।।
কেহ কারে না সান্ত্বায় সবে অচেতন।
পূর্ব্বকথা রাজার যে হইল স্মরণ।।
কৌশল্যার ঠাঁই রাজা কহে পূর্ব্বকথা।
মহাজন যা বলেন না হয় অন্যথা।।

মৃগয়াতে গিয়াছিলাম সরযূর তীরে।
অন্ধ-মুনি-পুত্র কলসেতে জল ভরে।।
মম জ্ঞান, মৃগ সব করে জলপান।
পূরিলাম শব্দ মাত্র পাইয়া সন্ধান।।
ভরিতে সলিল তার ফুটে বাণ বুকে।
প্রাণ গেল বলিয়া মুনির পুত্র ডাকে।।
কোন্ অপরাধে প্রাণ নিল কোন্ জনে।
এতেক শুনিয়া আমি গেলাম সে স্থানে।।
মুনিপুত্র বলে, রাজা পাড়িলা প্রমাদ।
আমারে মারিলে কি পাইয়া অপরাধ।।
অন্ধ মাতা পিতা, আমি পুষি রাত্রি দিনে।
বুড়া বুড়ী মরিবেক আমার মরণে।।
অন্ধ মাতা পিতা আছে, শ্রীফলের বনে।
আমা কোলে করি রাজা চল সেই স্থানে।।
যাবৎ আমার পিতা নাহি দেয় শাপ।
আমা লৈয়া চল তুমি যথা বৃদ্ধ বাপ।।
ইহা বিনা তব আর নাহি প্রতিকার।
এতেক বলিলা মোরে মুনির কুমার।।
অন্ধ বুড়া বুড়ী বসি আছে যেইখানে।
শিশু কোলে করি আমি গেলাম সে বনে।।
মুনি বলিলেন, রাজা বড়ই নির্দ্দয়।
কি দোষে মারিলে বল আমার তনয়।।
আমারে লইয়া চল সরযূর কূলে।
পুত্রের তর্পণ আমি করি সেই জলে।।
মুনিরে ধরিয়া নিলাম সরযূর নীরে।
পুত্রের তর্পণ করি শাপিল আমারে।।
পুত্রশোকে মরিয়া করিল স্বর্গবাস।
দেশে আইলাম আমি পাইয়া তরাস।।
সে মুনির বাক্য কভু না হয় খণ্ডন।
আজিকার রাত্রে রাণী আমার মরণ।।
সে অন্ধ মুনির শাপ ফলে অতঃপরে।
ছটফট করি রাজা মুখে বাক্য হরে।।
হাহাকার করি রাজা ত্যজিল জীবন।
নিদ্রা যায় দশরথ, হেন লয় মন।।
পুরীর সহিত কান্দে পোহায় রজনী।
রাজারে চিয়াতে গেল সাতশত রাণী।।
দুইদণ্ড বেলা হয় সূর্য্যের উদয়।
এতক্ষণ নিদ্রা যান রাজা মহাশয়।।
অনন্তর রাজারে করিল মৃতজ্ঞান।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহি তাঁর প্রাণ।।
আছাড় খাইয়া পড়ে, কদলী যেমনি।
রাজার চরণ ধরি কান্দে সব রাণী।।
একে পুত্রশোকে রাণী পরম দুঃখিতা।
পতিশোকে ততোধিক হইল মূর্চ্ছিতা।।
সত্যবাদী রাজা তুমি, সত্যে বড় স্থির।
সত্য পালি স্বর্গে গেলে ত্যজিয়া শরীর।।
সত্য না লঙ্ঘিলে তুমি বড় পুণ্যশ্লোক।
স্বর্গবাসী হয়ে এড়াইলে পুত্রশোকে।।
রাজা স্বর্গে গেল, আর রাম গেল বন।
দুই শোকে প্রাণ মোর থাকে কি কারণ।।
ভূমে গড়াগড়ি যায় কৌশল্যা তাপিনী।
কৌশল্যারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি।।
তোমারে বুঝাব কত নহে ত উচিত।
মৃত হেতু কান্দ যত সকলি অহিত।।
স্বর্গেতে গেলেন রাজা পালিয়া পৃথিবী।
তার ধর্ম্ম কর্ম্ম কর, তুমি মহাদেবী।।
রাজাকে রাখহ করি তৈল মধ্যগত।
দেশে আসি অগ্নিকার্য্য করিবে ভরত।।

বাসি মড়া হইয়া আছেন মহারাজ।
প্রাতঃকালে যুক্তি করে অমাত্য সমাজ।।
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
অরাজক হৈল রাজ্য বড় পাই ত্রাস।।
অরাজক রাজ্যের সর্ব্বদা অকুশল।
অরাজক পৃথিবীতে নাহি হয় জল।।
অরাজক রাজ্যে বৃক্ষে নাহি ধরে ফল।
অরাজক রাজ্যে ধর্ম্ম সকলি বিফল।।
অরাজক রাজ্যে ভৃত্য বশ নাহি হয়।
অরাজক রাজ্যে সর্ব্বক্ষণ দস্যুভয়।।
অরাজক রাজ্যেতে তুরঙ্গ হস্তী ছোটে।
অরাজক রাজ্যেতে প্রজার ধন লোটে।।
অরাজক রাজ্যে সদা হয় ডাকা চুরি।
অরাজক রাজ্য দেখি বড় ভয় করি।।
অরাজক রাজ্যে অন্য নৃপতি গরজে।
অরাজক রাজ্যে প্রজালোক দুঃখে মজে।।
অরাজক রাজ্যে না বরিষে পুরন্দর।
অরাজক রাজ্যের অশুভ বহুতর।।
অরাজক রাজ্যে নারী নাহি রহে পাশে।
অরাজক রাজ্যে স্বামী অন্য নারী তোষে।।
অরাজক রাজ্যে সদা হিতে বিপরীত।
অরাজক রাজ্যে থাকা অতি অনুচিত।।
রাজ্য করিলেন বৃদ্ধ রাজা মহাশয়।
তাঁহার প্রতাপে লোক থাকিত নির্ভয়।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিত তাঁর ডরে।
রাজ্যের কুশল ছিল বুড়ার আদরে।।
হেন রাজা বিনা রাজ্য করে টলমল।
রাজা হৈতে রাজ্যরক্ষা, প্রজার কুশল।।
রাজ্য দিতে ভরতেরে সর্ব্ব অঙ্গীকার।
ভরতেরে আনি দেশে দেহ রাজ্যভার।।
ভরত আছেন মাতামহের বসতি।
দূত পাঠাইয়া তাঁরে আন শীঘ্রগতি।।
রাজা স্বর্গগত, রাম চলিলেন বনে।
এত ঘোর প্রমাদ ভরত নাহি জানে।।
ভরতেরে না কহিবে এ সব ঘটন।
তবে না করিবে সেই দেশে আগমন।।
মাতৃদোষ শুনিলে ভরত না আসিবে।
পিতৃশোকে মনোদুঃখে দেশান্তরী হবে।।
ভরত মাতুল-গৃহে অযোধ্যা পাসরা।
চারি পুত্র সত্ত্বে দশরথ বাসি মড়া।।
বুদ্ধির সাগর পাত্র মন্ত্রণা বিশেষে।
চলিলেন ভরতেরে আনিবারে দেশে।।
করিলেন অনুজ্ঞা বশিষ্ঠ পুরোহিত।
ভরতে আনিতে সবে চলিল ত্বরিত।।
হস্তিনানগরে গেল তৃতীয় দিবসে।
পরদিন গেল তারা কুরঙ্গের দেশে।।
নীহারের রাজ্যে গেল ত্বরিত গমনে।
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান সদা, জ্ঞান হয় মনে।।
রাত্রি দিন সবে পথে চলিল সত্বর।
পুনবের রাজ্যে গেল দেখে মনোহর।।
আড়িকুল দেশে গেল যেন সুরপুর।
কুকর্ম্ম বর্জ্জিত লোক সুকর্ম্ম প্রচুর।।
বলরেণু নদী পার হৈল সর্ব্বজন।
যার দুই কূলে বৈসে অনেক ব্রাহ্মণ।।
নদ নদী কন্দর হইল বহু পার।
বহু দেশ দেশান্তর এড়ায় অপার।।
গিরিরাজ দেশেতে কেকয় রাজা বৈসে।
উত্তরিল গিয়া পাত্র পঞ্চম দিবসে।।

রাত্রি দিন পথশ্রমে হইয়া বিকল।
রন্ধন ভোজন করে পেয়ে রম্যস্থল।।
ভরতের সঙ্গে নাহি হয় দরশন।
পথশ্রমে নিন্দ্রা যায় হয়ে অচেতন।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাণী অধিষ্ঠান।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড অমৃত-সমান।।

ভরতের অযোধ্যায় আগমন, কৈকেয়ী ও কুঁজীকে র্ভৎসনা এবং পিতৃশ্রাদ্ধ করণান্তর রামকে বন হইতে গৃহে আনিবার জন্য গমন

নিদ্রাগত ভরত পালঙ্কের উপর।
উঠেন কুস্বপ্ন দেখি সশঙ্ক-অন্তর।।
প্রভাতে ভরত আসি বসেন দেওয়ানে।
আইল অমাত্যগণ তাঁর সম্ভাষণে।।
যথাযোগ্য নমস্কার করে পাত্রগণ।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত করে শুভাশীর্ব্বচন।।
মিত্রগণ আসিয়া আলাপ করে কত।
ইতরে সন্তোষ করে ব্যবহার মত।।
ভরত বিষন্ন অতি মুখে নাহি শব্দ।
নিশ্বাস প্রবল বহে রহে অতি স্তব্ধ।।
ভরতেরে জিজ্ঞাসা করেন পাত্রগণ।
শুনিয়া ভরত বাক্য বলেন তখন।।
কুস্বপ্ন দেখেছি আজি রাত্রি-অবশেষে।
যেন চন্দ্র সূর্য্য খসি পড়িল আকাশে।।
স্বপ্নে এক বৃদ্ধ আসি কহিল বচন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বন।।
দেখিলাম মৃত পিতা তৈলের ভিতর।
এই স্বপ্ন দেখি আমি কম্পিত অন্তর।।
চারি ভাই আর পিতা, এই পাঁচ জন।
পাঁচের মধ্যেতে দেখি পিতার মরণ।।
ভরতের কথা শুনি সবাকার ত্রাস।
পাত্র মিত্র ভরতেরে করিছে আশ্বাস।।
দেখিয়াছ কুস্বপ্ন হে নৃপতি কুমার।
শুনহ ভরত, কহি তার প্রতিকার।।
দেবতার পূজা তুমি কর সাবধানে।
ব্রাহ্মণ দরিদ্রে তুষ্ট কর নানা দানে।।
ইহা বিনা ভরত নাহিক উপদেশ।
দান দ্বারা তোমার ঘুচিবে সর্ব্ব ক্লেশ।।
পাত্র মিত্র করিলেক এতেক মন্ত্রণা।
স্নান করি ভরত আনেন দ্রব্য নানা।।
পূজিলেন আগে দেবে দিয়া উপহার।
করেন ভরত দান সকল ভাণ্ডার।।
ভরতের যত ছিল ধনের ভাণ্ডার।
দিলেন সকল দ্বিজে, সীমা নাহি তার।।
সকল ভাণ্ডার শূন্য, নাহি আর ধন।
তথাপি তাঁহার কিন্তু স্থির নহে মন।।
প্রবল প্রতাপশালী কেকয় ভূপতি।
দেওয়ানে বসিল গিয়া যেন সুরপতি।।
ভরত বসেন গিয়া ভূপতির পাশে।
অযোধ্যার দূত গিয়া তখন প্রবেশে।।
কেকয় রাজার প্রতি নোয়াইয়া মাথা।
ভরতের আগে দূত কহে সব কথা।।
আইলাম তোমাকে লইতে সর্ব্বজন।
ভরত ঝটিতি দেশে কর আগমন।।
রাজার নিশান দেখ হাতের অঙ্গুরী।
ঝাট চল আমরা রহিতে নাহি পারি।।

একদণ্ড না রহিব, আছে বড় কাজ।
ভরতেরে পাঠাও কেকয় মহারাজ।।
কথার প্রবন্ধে তারা কহিল বিশেষ।
দেখিতে তোমায় বাঞ্ছা রাজার অশেষ।।
শুনিয়া ভরত কিছু না হন প্রতীত।
যত স্বপ্ন দেখিলাম, সব বিপরীত।।
ভরত বলেন, বল পিতার মঙ্গল।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভাই আছেন কুশল।।
কৈকেয়ী কৌশল্যা আর সুমিত্রা জননী।
সকলের মঙ্গল, বল হে দূত শুনি।।
দূত বলে, রাজপুত্র সবার কুশল।
সবারে দেখিবে যদি, শীঘ্র দেশে চল।।
প্রণাম করিয়া মাতামহের চরণে।
হইলেন ভরত বিদায় সেইক্ষণে।।
হাতী ঘোড়া দিল রাজা বহুমূল্য ধন।
অশন বসন আর নানা আভরণ।।
শত্রুঘ্ন ভরত দোঁহে চড়িলেন রথে।
কত শত সৈন্য চলে তাহার সহিতে।।
সূর্য্য যান অস্তগিরি বেলা অবশেষে।
হেনকালে সবে তারা অযোধ্যা প্রবেশে।।
শ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রন্দন।
অযোধ্যার সর্ব্বলোক বিরস বদন।।
জিজ্ঞাসেন ভরত হইয়া বিষাদিত।
প্রজালোক কান্দে কেন, নহে হরিষিত।।
অনেক দিনের পরে আইলাম দেশে।
কাছে না আইসে কেহ, কেহ না সম্ভাষে।।
এত শুনি দূতগণ হেঁট করে মাথা।
কেহ নাহি কহে কোন ভাল মন্দ কথা।।
অযোধ্যার সর্ব্ব লোক আছে যে নিয়মে।
অশুভ সংবাদ নাহি কহে কোন ক্রমে।।
ভরত ভাবিত অতি মানিয়া বিস্ময়।
প্রথমে গেলেন তিনি পিতার আলয়।।
দেখিল নাহিক পিতা শূন্য নিকেতন।
ভরত ভাবিয়া কিছু না পান কারণ।।
মৃত্যুকালে দশরথ কৌশল্যার ঘরে।
তথা তাঁর মৃতদেহ তৈলের ভিতরে।।
ভরত পিঁতার গৃহ শূন্যময় দেখি।
মায়ের আবাসে যান হয়ে মনোদুঃখী।।
কৈকেয়ী বসিয়া আছে রত্ন-সিংহাসনে।
পড়িয়াছে প্রমাদ, মনেতে নাহি গণে।।
পুত্রের রাজত্ব লাভে আছে মনোসুখে।
ভরত গেলেন তবে মায়ের সম্মুখে।।
ভরতেরে দেখিয়া ত্যজিল সিংহাসন।
ভরত করেন তাঁর চরণ বন্দন।।
মুখে চুম্ব দিয়া রাণী পুত্র কৈল কোলে।
কুশল জিজ্ঞাসা করে তাঁরে কুতূহলে।।
শুকয় ভূপতি পিতা আছেন কুশলে।
কুশাল আছেন মম সোদর সকলে।।
মঙ্গলে আছেন ভাল বিমাতা সকল।
পিতৃরাজ্য রাজগিরি দেশের মঙ্গল।।
ভরত বলেন, মাতা না হও বিকল।
মাতা পিতা ভ্রাতা তব সবার কুশল।।
তোমার বান্ধব যত, কেহ নাহি মরে।
সকল মঙ্গল তব জনকের ঘরে।।
তুমি যত জিজ্ঞাসিলে দিলাম উত্তর।
আমি যে জিজ্ঞাসি, তাহা কহ ত সত্বর।।
অযোধ্যার রাজ্য কেন দেখি বিপরীত।
সকলে বিষণ্ণ কেহ নহে হরষিত।।

চতুর্দ্দিকে লোক কেন করিছে ক্রন্দন।
আমারে দেখিয়া কেন করিছে নিন্দন।।
পিতার আলয়ে কেন না দেখি পিতারে।
অযোধ্যানগর কেন পূর্ণ হাহাকারে।।
যে কথা কহিতে কারো মুখে না আইসে।
হেন কথা কহে রাণী পরম হরিষে।।
সত্যবাদী তব পিতা সত্যে বড় স্থির।
সত্য পালি স্বর্গেতে গেলেন সত্যবীর।।
শূন্যরাজা আছে তব পিতার মরণে।
ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সেক্ষণে।।
কাটিলে কদলী যেন ভূমিতে লোটায়।
ধূলায় পড়িয়া বীর গড়াগড়ি যায়।।
মূর্চ্ছাগত ভরত হলেন পিতৃশোকে।
কান্দিয়া বিকল তাঁরে দেখি অন্য লোকে।।
কৈকেয়ী বলিল, পুত্র কর অবধান।
তোমার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরাণ।।
সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি ভরত অন্তরে।
পিতা মাতা লয়ে কেবা কোথা রাজ্য করে।।
ভরত বলেন, শুনি পিতার মরণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাঁরা কোথা দুই জন।।
মহারাজ রামেরে অর্পিয়া রাজ্যভার।
করিবেন আপনি কেবল সদাচার।।
এই সব যুক্তি পূর্ব্বে ছিল, আমি জানি।
তাহার অন্যথা কেন, কহ ঠাকুরাণি।।
অযুত বৎসর জানি পিতার জীবন।
নয় হাজার বর্ষে তাঁর মৃত্যু কি কারণ।।
রাজার মরণে তব নাহিক বিষাদ।
অনুমানে বুঝি, তুমি করেছে প্রমাদ।।
রাজকন্যা কৈকেয়ী বাড়িছে নানা সুখে।
কত শত কথা বলে, যত আসে মুখে।।
রাম বনে গেলেন, লক্ষ্মণ তাঁর সাথে।
মনে কি করিয়া সীতা গেলেন পশ্চাতে।।
ভরত বলেন, কেন রাম যান বনে।
পরাণ বিদরে মাতা তোমার বচনে।।
হরিলেন কার ধন, কার বা সুন্দরী।
কোন দোষে হইলেন রাম বনচারী।।
কৈকেয়ী সকল কহে ভরতের স্থানে।
রামের অশেষ গুণ প্রথমে বাখানে।।
ভকতবৎসল রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
জনক-জননী প্রাণ গুণের সাগর।।
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার কৌতুক।
রামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ।।
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেনকালে রামেরে দিলাম বনবাস।।
তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম যান বন।
হা রাম বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন।।
মাতৃঋণ পুত্র কভু শুধিতে না পারে।
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে।।
রাজা হয়ে রাজ্য কর বৈস রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে পুত্র তোমার ললাটে।।
ঘায়েতে লাগিলে ঘা যেমন বড় জ্বলে।
ভরত তেমন জ্বালাতন হয়ে বলে।।
নিজগুণ কহ মাতা, আপনার মুখে।
আপনি মজিলে মাতা, ডুবিলে নরকে।।
রাজকুলে জন্মিয়া শুনিলে কোন্খানে।
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে।।
তোর পিতা পিতামহ করে ধর্ম্ম কর্ম্ম।
সে বংশেতে কেন হৈল রাক্ষসীর জন্ম।।

নিশাচরী হয়ে তুই হইলি মানুষী।
রঘুবংশ ক্ষয় হেতু হইলি রাক্ষসী। ।
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন।
তুই কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলি বন। ।
রাজার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ।
তিনকূল মজাইলি স্বামী করি বধ।।
পূর্ব্বজন্মে করিলাম কত কদাচার।
সেই পাপে তোর গর্ভে জনম আমার।।
মা হইয়ে তনয়েরে দিলি এক শোক।
ইচ্ছা হয় কাটিয়া পাঠাই পরলোক।।
এমন রাক্ষসী তুই, নাহি দেখি কোথা।
তো হেন মাতায় বধি নাহি কোন ব্যথা।।
যমন পরশুরাম কাটিল মায়েরে।
তেমনি করিতে বাঞ্ছা, কিন্তু মরি ডরে।।
রাম পাছে বর্জ্জেন বলিয়া মাতৃঘাতী।
তবে ত নরকে মম হবে নিবসতি।।
ভরত জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য ক্রোধে জ্বলে।
দেখিয়া কৈকেয়ী তবে যায় অন্য স্থলে।।
যাইতে যাইতে রাণী করেন বিষাদ।
কার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ।।
আইলেন শত্রুঘ্ন করিতে সম্ভাষণ।
ভরতের ক্রন্দনে কান্দেন দুই জন। ।
ভাই ভাই বলিয়া ভরত নিল কোলে।
দুজনার অঙ্গ তিতে নয়নের জলে।।
অনুমানে বুঝিলেন কুঁজীর এ ক্রিয়া।
কহিতে লাগিল দোঁহে কুপিত হইয়া।।
রামেরে দিলেন পিতা নিজ ছত্রদণ্ড।
কোথা হতে কুঁজী চেড়ী পাড়িল পাষণ্ড।।
পাইলে কুঁজীর দেখা বধিব জীবন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কুঁজী এল সেইক্ষণ।।
শোভা পায় পট্টবস্ত্রে আর আভরণে।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিতা কুঁজী সুগন্ধ চন্দনে।।
মুক্তাহার শোভে তার কুঁজের উপর।
শ্রীরামের বনবাসে প্রফুল্ল অন্তর।।
এতেক প্রমাদ হবে কুঁজী নাহি জানে।
ভরতের নিকটে আইসে হৃষ্টমনে।।
হেনকালে দ্বারী বলে শুনহ শত্রুঘ্ন।
এই কুঁজী হেতু বৃদ্ধ রাজার মরণ। ।
এই কুঁজী মজাইল অযোধ্যানগরী।
এই কুঁজী মরিলে সকল দুঃখ তরি।।
শত্রুঘ্ন বলেন, ভাই ইচ্ছা করে মন।
এখনি কুঁজীর আমি বধিব জীবন।।
শত্রুঘ্ন কুপিত হয়ে ধরে তার চুলে।
চুলে ধরি কুঁজীরে সে ফেলে ভূমিতলে।।
হিচড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে।
কুমারের চাক হেন ঘুরাইয়া ফেলে।।
মরি মরি বলি কুঁজী, পরিত্রাহি ডাকে।
চুল ছিঁড়ে গেল, সে কৈকেয়ী-ঘরে ঢোকে।।
কুঁজী বলে কৈকেয়ী করহ পরিত্রাণ।
ভরত শত্রুঘ্ন মোর লইল পরাণ।।
শত্রুঘ্ন প্রবেশে ক্রোধে কৈকেয়ীর ঘরে।
চুল ধরে কুঁজীরে সে আনিল বাহিরে।।
তবু তার হার আছে কুঁজের শোভন।
ছিঁড়িয়া পড়িল যেন দীপ্ত তারাগণ। ।
তোর লাগি পিতা মরে ভাই বনবাসী।
সৃষ্টিনাশ করিলি হইয়া তুই দাসী। ।
কৈকেয়ীর মুখ্যা দাসী, ধাত্রী ভরতের।
সর্ব্বাঙ্গ ভিজিল রক্তে, এই কর্ম্মফের।।

চুলে ধরি লয়ে যায়, কুঁজে যায় ছড়।
শত্রুঘ্নে দেখিয়া ত কৈকেয়ী দিল রড়।।
চেড়ীরে মারিল, পাছে প্রহারে আমায়।
এই ত্রাস মনে করি কৈকেয়ী পলায়।।
শত্রুঘ্ন বলেন, শুন কৈকেয়ী বিমাতা।
পলাইয়া নাহি যাও, কহি এক কথা।।
সাতশত রাণী জিনি তোমার প্রতাপ।
তুমি যা বলিতে, তাই করিতে বাপ।।
রাজার মহিষী তুমি, রাজার নন্দিনী।
তোমা সম দুর্ভাগা স্ত্রী না দেখি না শুনি।।
শচীর অধিক সুখ বলে সর্ব্বলোক।
আমি কি মারিয়া মাতা ডুবিব নরকে।।
দাসীর কথায় বুদ্ধি গেল রসাতলে।
দোষ-অনুরূপ আমি কি বলিব ফল।।
যদি তোমা বধি প্রাণে, দুঃখ নাহি ঘুচে।
মাতৃবধ করিয়া নরকে ডুবি পাছে।।
তোমার চেড়ীরে মারি তোমার সম্মুখে।
জ্বলিয়া পুড়িয়া যেন মর এই শোকে।।
চুল ধরি চেড়ীরে মাটিতে মুখ ঘসে।
দেখিয়া কৈকেয়ী দেবী কাঁপিছে তরাসে।।
বুকে হাঁটু দিয়া সে কুঁজীর ধরে গলা।
মুদগরের ঘায়েতে ভাঙ্গিল পায়ের নলা।।
একে ত কুৎসিতা কুঁজী, তায় হৈল খোঁড়া।
সর্ব্ব গায়ে ছড় গেল যেন রক্তবোড়া।।
অচেতন হৈল কুঁজী, শ্বাসমাত্র আছে।
ভরত ভাবেন, নারীহত্যা হয় পাছে।।
বারে বারে বলেন ভরত সুবচন।
নারীহত্যা হয় পাছে শুন রে শত্রুঘ্ন।।
রক্ত চর্ম্ম নাহি আর অস্থি মাত্র সার।
নারীবধ হয় পাছে, না মারিহ আর।।
নারীহত্যা মহাপাপ, শুনহ শত্রুঘ্ন।
যদি এই পাপে রাম করেন বর্জ্জন।।
মাতৃহত্যা নাহি করি শ্রীরামের ডরে।
এত শুনি শত্রুঘন ছাড়িল কুঁজীরে।।
লইলেন কুঁজীরে কৈকেয়ী বিদ্যমান।
এতেক প্রহারে তার রহিল পরাণ।।
ভরত বলেন, ভাই দেব সব জানে।
এতেক হইবে ভাই, জানিব কেমনে।।
রামেরে দিলেন পিতা রাজসিংহাসন।
কে জানে করিবে মাতা অন্যথাচরণ।।
সংসারের সার ভুঞ্জে, তবু নাহি আঁটে।
রাজার মহিষী কি চেড়ীর বাক্যে খাটে।।
আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে।
কৌশল্যার কাছে যাব কেমন সাহসে।।
শত্রুঘ্ন বলেন, তিনি না করিবেন রোষ।
আপনি জানেন মাতা, যার যত দোষ।।
ভরত শত্রুঘ্ন হেথা করেন রোদন।
কৌশল্যা বসিয়া ঘরে করেন শ্রবণ।।
ভরত শত্রুঘ্ন গিয়া ভাই দুইজন।
করিলেন কৌশল্যার চরণ বন্দন।।
পুত্র বলি কৌশল্যা ভরতে নিল কোলে।
উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্রজলে।।
কৌশল্যা কহেন, শুন কৈকেয়ীনন্দন।
মায়ে পোয়ে রাজ্য কর ভরত এখন।।
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেনকালে তব মাতা দিল বনবাস।।
হরিল কাহার ধন রাম কার নারী।
কোন্ দোষে পুত্রে মোর করে দেশান্তরী।।

আমারে করিয়া দূর ঘুচাও এ কাঁটা।
পাঠাও রামের কাছে, শিরে ধরি জটা।।
দুঃখভাগী যেই জন সেই পায় দুঃখ।
মায়ে পোয়ে ভরত করহ রাজ্যসুখ।।
ভরত কাতর অতি কৌশল্যার বোলে।
রামের সেবক আমি তুমি জান ভালে।।
মম মতে যদি রাম গিয়াছেন বনে।
দিব্য করি মাতা আমি তোমার চরণে।।
রাজা যদি প্রজা পীড়ে, না করে পালন।
আমারে করুন বিধি সে পাপ-ভাজন।।
প্রজা হয়ে রাজদ্রোহ করে যেই লোকে।
সেই পাপে পাপী হয়ে ডুবিব নরকে।।
বিদ্যা পেয়ে গুরুকে যে, না করে সেবন।
কর্ম্ম করি দক্ষিণা না দেয় যেই জন।।
আপনা বাখানে যেবা, পরনিন্দা করে।
সেই মহাপাপরাশি ঘটুক আমারে।।
স্থাপ্যধন হরণেতে যে হয় পাতক।
তত পাপে পাপী হয়ে ভুঞ্জিব নরক।।
রামেরে বঞ্চিয়া রাজ্য যদি আমি চাই।
ইহ পরকাল নষ্ট শিবের দোহাই।।
শপথ করেন এত ভরত তখন।
কৌশল্যা বলেন, পুত্র জানি তব মন।।
রামের হৃদয় ধর্ম্মে যেমন তৎপর।
তোমার হৃদয় পুত্র একই সোসর।।
চৌদ্দবর্ষ গেলে রাম আসিবেন দেশ।
ততদিনে মম প্রাণ হইবে নিঃশেষ।।
মৃতদেহ আছে ঘরে, বড় পাই লাজ।
শীঘ্র কর ভরত পিতার অগ্নিকাজ।।
পিতৃশোক ভ্রাতৃশোক মায়ের অযশ।
ভরত করেন খেদ রজনী দিবস।।
আমা হেতু পিতা মরে, ভ্রাতা বনবাসী।
এতেক জানিলে কি দেশেতে আমি আসি।।
বশিষ্ঠ বলেন, তুমি ভরত পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব কত, এ নহে উচিত।।
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
তাঁহার কারণে কান্দ, হয় পুণ্যনাশ।।
রাম হেন পুত্র যাঁর গুণের নিদান।
কে বলে মরিল রাজা, আছে বিদ্যমান।।
এইরূপে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি।
ভরত না শুনে কিছু, কহে খেদবাণী।।
কিমতে ধরিব প্রাণ পিতার মরণে।
কিমতে ধরিব প্রাণ রামের বিহনে।।
কিরূপে হইব স্থির কাহারে নিরখি।
দুই শোকে প্রাণ রহে, কোথাও না দেখি।।
শশধর যেমন হইল মেঘাচ্ছন্ন।
পাত্র মিত্র সহিত বশিষ্ঠ পুরোহিত।।
পিতার নিবাসে যান লোকেতে নিরাশ।
ভরতের সঙ্গে গেল রাজার নিবাস।।
ভরত বলেন, পিতা এই তব গতি।
উঠিয়া সম্ভাষ কর ভরতের প্রতি।।
তোমারে দেখিতে আসিয়াছে পুরীজন।
উঠিয়া সবারে কহ প্রবোধ বচন।।
মাতৃদোষে আমা সহ না কহ বচন।
যদি থাকে অপরাধ, কর বিমোচন।।
বশিষ্ঠ বলেন, ত্যজ ভরত ক্রন্দন।
পিতৃ-অগ্নিকার্য্য-শ্রাদ্ধ করহ তর্পণ।।
পিতৃকার্য্যে জ্যেষ্ঠ তনয়ের অধিকার।
রাম দেশে নাহি, তুমি করহ সৎকার।।

অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনে ভারে ভারে।
ঘৃত মধু কুম্ভ পূরি আনিল সত্বরে।।
মুকুতা প্রবাল আনে বহুমুল্য ধন।
চতুর্দ্দোল আনিল বিচিত্র সিংহাসন।।
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য, গন্ধ মনোহর।
চতুর্দ্দোলে চড়াইল রাজারে সত্বর।।
অযোধ্যানগরে যত স্ত্রী পুরুষ আছে।
শিরে হাত দিয়া যায় ভরতের পিছে।।
তৈলের ভিতরে যে ছিলেন মহারাজা।
সরযূর তীরে লয়ে যায় বন্ধু প্রজা।।
তাঁরে স্নান করাইল সরযূর জলে।
দেখিয়া কাতর অতি হইল সকলে।।
শুক্ল বস্ত্র পরাইল, সুন্দর উত্তরী।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দিল সুগন্ধি কস্তূরী।।
নানাবিধ কুসুমের মাল্য মনোহর।
যথাস্থানে দিল তাঁর গলার উপর।।
চিতার উপর লয়ে করায় শয়ন।
হেঁটে ঊর্দ্ধে কাষ্ঠ দিল অগুরু চন্দন।।
তিন লক্ষ ধেনু দান করেন ভরত।
রাজার সম্মুখে আনি যথা শাস্ত্রমত।।
পিতারে করেন দাহ ঘৃতের অনলে।
করিলেন তর্পণাদি সরযূর জলে।।
তর্পণ করিয়া পিণ্ড দিয়া নদী-পাড়ে।
ভরত মূর্চ্ছিত হয়ে মৃত্তিকাতে পড়ে।।
ভরত বলেন, সবে যাহ নিজ দেশ।
পিতার অগ্নিতে আমি করিব প্রবেশ।।
পিতা পরলোকগত, ভ্রাতা গেল বনে।
দেশেতে যাইব আমি কোন্ প্রয়োজনে।।
বশিষ্ঠ বলেন, যে ভরত যুক্তি নয়।
জন্মিলে মরণ আছে একথা নিশ্চয়।।
মরণকে এড়াইতে না পারে সংসার।
মরিলে সবার জন্ম হয় আরবার।।
সকলে মরেন, কেহ নহে ত অমর।
ক্রন্দন সম্বর যে ভরত চল ঘর।।
শূন্যরূপা আছে অদ্য অযোধ্যানগরী।
ভরতেরে নিলেন বশিষ্ঠ রাজপুরী।।
কান্দিয়া ভরত পোহাইলেন রজনী।
বিলাপ করেন সদা কোথা রঘুমণি।।
ত্রয়োদশ দিবসে করয়ে শ্রাদ্ধ দান।
নানা দান করেন সে শাস্ত্রের বিধান।।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ আর তরী ভূমি গ্রাম।
বিবিধ বসন শাল আর শালগ্রাম।।
বিপ্রে দান দেন সোণা সাত লক্ষ তোলা।
ধেনু দান করিলেন সোণার মেখলা।।
ত্রি-অশীতি লক্ষ মণ সোণার ভাণ্ডার।
বিতরণ করিলেন ধন নাহি আর।।
অষ্টাশীতি লক্ষ ধেনু করিলেন দান।
পৃথিবীতে দাতা নাহি ভরত সমান।।
যত যত রাজা হৈল চন্দ্র-সূর্য্যকুলে।
হেন দান কেহ কোথা না করে ভূতলে।।
সমাপ্ত হইল শ্রাদ্ধ নিবারিল দান।
পাত্র মিত্র কহে গিয়া ভরতের স্থান।।
আসমুদ্র রাজ্য আর অযোধ্যানগরী।
দিয়া রাজা তোমারে গেলেন স্বর্গপুরী।।
পিতৃদত্ত রাজ্য তুমি ছাড় কি কারণ।
রাজা হৈয়া কর তুমি প্রজার পালন।।
তোমা ভিন্ন রাজকর্ম্ম অন্যে নাহি সাজে।
তুমি রাজা না হইলে পিতৃরাজ্য মজে।।

ভরত বলেন, পাত্র না বলিবে আর।
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার।।
রাজা হৈয়া আমি যদি বসি রাজপাটে।
মায়ের যতেক দোষ আমাতে সে ঘটে।।
রাজ্যের উচিত রাজা রামচন্দ্র ভাই।
রামেরে করিব রাজা, চল তথা যাই।।
যত অভিষেক দ্রব্য লহ রাজখণ্ড।
তথা গিয়া রামেরে অর্পিব ছত্রদণ্ড।।
রামে রাজা করিয়া পাঠাই নিজ দেশে।
রামের বদলে আমি যাই বনবাসে।।
সমান করাহ যত উচ্চনীচ বাট।
সুখে পথে যায় যেন ঘোড়া হাতী ঠাট।।
ভরতের আজ্ঞায় সকলে পড়ে তাড়া।
ভরতে বলেন সবে হাত করি যোড়া।।
তোমার যতেক যশ ঘুষিবে সংসারে।
কৈকেয়ীর অপযশ ভারত ভিতরে।।
ভাল মন্দ সকলি হেথাই বিদ্যমান।
মায়ের হইল নিন্দা পুত্রের বাখান।।
ভরত বলেন, আর তোমরা না বল।
হাতী ঘোড়া কটক সমেত সবে চল।।
ঘোড়া হাতী রথ চলে, সাজয়ে সারথি।
ভরত আনিতে রামে যায় শীঘ্রগতি।।
দাস দাসী চলিল রাজার যত নারী।
ছোট বড় সকল চলিল অন্তঃপুরী।।
শ্রীরামে আনিতে যায় সকল কটক।
বাল বৃদ্ধ কেহ কার না মানে আটক।।
অনন্ত সামন্ত চলে, বৃদ্ধ সেনাপতি।
ভরতের সাথে চলে বহু রথ রথী।।
কৌশল্যা সুমিত্রা যান উভয় সতিনী।
আর সবে চলিল রাজার যত রাণী।।
বশিষ্ঠাদি করিয়া যতেক মুনিগণ।
রাজ্যশুদ্ধ চলিল সকল পুরীজন।।
কৈকেয়ী না যান মাত্র ভরতের ডরে।
কুটিলা কুঁজীর সহ রহিলেন ঘরে।।
কতদূর গিয়া পথে হইল দেয়ান।
বলিলেন বশিষ্ঠ ভরত বিদ্যমান।।
যত্ন করি বিধাতা আপনি যদি আসে।
রামেরে আনিতে তবু না পারিবে দেশে।।
রামেরে আনিতে কেন করিলা উদ্যোগ।
না পারিবে আনিতে কেবল দুঃখভোগ।।
পিতৃসত্য পালিতে গেলেন রাম বন।
পিতা দিল রাজ্য, তুমি ছাড় কি কারণ।।
ভরত বলেন, মুনি তুমি পুরোহিত।
পুরোহিত হয়ে কেন বলহ অহিত।।
তোমার চরণে মম শত নমস্কার।
হেন অমঙ্গল বাক্য না কহিও আর।।
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর।
রামেরে আনিয়া আমি দিব রাজ্যভার।।
প্রবোধিয়া ভরতেরে না পারে রাখিতে।
শ্রীরাম স্মরিয়া যান ভরত ত্বরিতে।।
আছেন যমুনা-পার রাম বনবাসে।
ভরত গেলেন তথা শৃঙ্গবের দেশে।।
পৃথিবী যুড়িয়া ঠাট এক চাপে যায়।
গঙ্গাতীরে বসি গুহ করে অভিপ্রায়।।
কোন্ রাজা আইসে সমর করিবারে।
আপনার ঠাট গুহ এক ঠাঁই করে।।
চিনিলেক বিলম্বে সে অযোধ্যার ঠাট।
আপন কটকে গুহ আগুলিল বাট।।

গুহ বলে, দেখি ভরতের সেনাগণ।
শ্রীরামের সহিত করিতে আসে রণ।।
পরাইয়া বাকল সে পাঠাইলে বনে।
রাজ্যখণ্ড নিল, তবু ক্ষমা নাহি মানে।।
সাজ রে চণ্ডাল ঠাট চাপে দিয়া চড়া।
বিষম শরেতে মুই কাটি হাতী ঘোড়া।।
সর্ব্ব সৈন্য কাটিয়া করিব ভূমিগত।
দেশে বাহুড়িয়া যেন না যায় ভরত।।
মার মার বলিয়া দগড়ে দিল কাটি।
হেনকালে গুহ বলে ভরতেরে ভেটি।।
শুন রে চণ্ডালগণ ব্যস্ত হও নাই।
আসিয়াছে ভরত রামের ছোট ভাই।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কলসী কলসী।
অমৃত সমান ফল আন রাশি রাশি।।
নারিকেল গুবাক কদলী আম্র আর।
দ্রাক্ষাফল পনাস আনহ ভারে ভার।।
ভাল মৎস্য আন সবে রোহিত চিতল।
শিরে বোঝা, কান্ধে ভার, বহ রে সকল।।
যদ্যপি ভরত করে শ্রীরামেরে রাজা।
ভালমতে কর তেবে ভরতের পূজা।।
ভরত আসিয়া থাকে শত্রুভাবে যদি।
ভরতের ঠাট কাটি বহাইব নদী।।
সাত পাঁচ গুহক ভাবিছে মনে মন।
হেনকালে সুমন্ত্র কহেন সুবচন।।
আইলেন শ্রীরামেরে লইতে ভরত।
বল গুহ, শ্রীরাম গেলেন কোন পথ।।
গুহ বলে, হেথা দেখা না পাবে ভরত।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বহুদূর গত।।
ভরতেরে তবে গুহ নোয়াইল মাথা।
ভেট দিয়া গুহ তাঁরে কহে সব কথা।।
গুহ বলে, ঠাট তব বনের ভিতরে।
আজ্ঞা কর, থাকুক অতিথি ব্যবহারে।।
ভরত বলেন, ঠাট আছে অনশন।
যাবৎ রামের সনে নহে দরশন।।
যে দেখি গঙ্গার ঢেউ, পড়িনু প্রমাদে।
তুমি যদি পার কর যাই নিরাপদে।।
গুহ বলে, আমার কটক পথ জানে।
কটক সহিত আমি যাই তব সনে।।
তোমার বচনে আমি না পাই প্রতীত।
মনে তোলপাড় করি, দেখি বিপরীত।।
কোন্ রূপ ধরি এলে ভাই দরশনে।
সাজন কটক দেখি ভয় হয় মনে।।
ভরত বলেন, মন না জান আমার।
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর।।
রাম বিনা রাজত্ব লইতে অন্যে নারে।
রাজ্যসহ আইলাম রামে লইবারে।।
গুহ বলে, ধন্যবাদ তোমারে আমার।
তব যশ ঘুষিবেক সকল সংসার।।
তোমা হেন ধন্য ভাই রঘুনাথ মিত্র।
রঘুবংশ ধন্য তুমি করিলা পবিত্র।।
ভরত বলেন, শুন চণ্ডালের রাজা।
কত দিন শ্রীরামের করিলে হে পূজা।।
আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে।
বল গুহ, শ্রীরাম গেলেন কোন্ দেশে।।
গুহ বলে, এখানে ছিলেন দুই রাতি।
দুই রাতি এক ঠাঁঞি ছিলাম সংহতি।।
লক্ষ্মণ রামেরে ভক্ত সেবে রাত্রদিনে।
ধনুঃশর হাতে করি থাকে সর্ব্বক্ষণে।।

সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া চিন্তিলেন মনে।
হেথা ভরতের হাত ছাড়াব কেমনে।।
হেথা হৈতে যাই আমি অন্য কোন স্থলে।
ভরত না দেখা পাবে যেখানে থাকিলে।।
এই পথে তাঁহারা গেলেন মহাবনে।
গঙ্গা পার করিয়া রাখিনু তিন জনে।।
গুহস্থানে পাইয়া সকল সমাচার।
সেই পথে গমন হইল সবাকার।।
তাহা এড়ি ভরত কতক দূরে গেলে।
তৃণশয্যা দেখিলেন এক বৃক্ষতলে।।
তদুপরে শুইতেন রাম বনবাসী।
তৃণ-লগ্ন আছে পট্ট কাপড়ের দশী।।
কাপড়ের দশীতে স্খলিত আভরণ।
ঝিকিমিকি করে যেন সূর্য্যের কিরণ।।
তাহা দেখি ভরত চিন্তেন সকাতরে।
কেমনে শুইলা প্রভু খড়ের উপরে।।
কেমনে লক্ষ্মণ ছিলা কেমনে জানকী।
চিনিলাম আভরণ করে ঝিকিমিকি।।
আছাড় খাইয়া পড়ে ভরত ভূতলে।
সুমন্ত্র ধরিয়া তাঁরে লইলেক কোলে।।
ভরত উভয় শোকে হইল অজ্ঞান।
ভরতের ক্রন্দনেতে বিদরে পাষাণ।।
অনেক প্রবোধবাক্যে উঠেন ভরত।
শ্রীরামের শোকে দুঃখ পান অবিরত। ।
ঘোড়া হাতী পদাতিক সাত শত রাণী।
উপবাসে সেইখানে বঞ্চিল রজনী।।
প্রভাতে ভরত যান মহাকোলাহলে।
কটক সমেত রহে জাহ্নবীর কূলে।।
গুহক চণ্ডাল আছে ভরতের সঙ্গে।
নৌকা আনি পার করে গঙ্গার তরঙ্গে।।
বহু কোটি নৌকার গুহক অধিপতি।
আনাইয়া তরণী ছাইল ভাগীরথী।।
তরণী মানুষের গঙ্গা পূর্ণ দুই কূলে।
হইল কটক গঙ্গাপার এক তিলে।।
হইল সমস্ত সৈন্য শীঘ্র নদী পার।
তারপর ঘোড়া হাতী কটক অপার।।
সাজান নৌকায় পার হন যত রাণী।
পরে পার হইলেক সাত অক্ষৌহিণী।।
গুহ বলে, আমার সেখানে নাহি কার্য্য।
বিদায় করহ, আমি যাই নিজ রাজ্য।।
ফিরিয়া যখন দেশে করিবা গমন।
আমারে আপন জ্ঞানে করিবা স্মরণ।।
ভরত বলেন, গুহ শ্রীরামের মিত।
করিতে তোমার পূজা আমার উচিত।।
যাঁরে কোল দিয়াছেন আপনি শ্রীরাম।
তাঁহারে উচিত হয় করিতে প্রণাম।।
আপনি ভরত তাঁরে দেন আলিঙ্গন।
সুগন্ধি চন্দন দেন বহুমূল্য ধন। ।
প্রসাদ পাইয়া গুহ গেল নিজ দেশে।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের উদ্দেশে।।
মাধব তীর্থের কাছে আছে যেই পথ।
তাহারে দক্ষিণ করি চলেন ভরত।।
হস্তী ঘোড়া প্রভৃতি রাখিয়া সেই স্থানে।
অল্প লোকে গেলেন ভরত তপোবনে।।
ভরদ্বাজ মহামুনি আছেন বসিয়া।
ভরত জানান তাঁর চরণ বন্দিয়া।।
আমি রাজ- তনয় ভরত মম নাম।
লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ মম, জ্যেষ্ঠ হন রাম।।

রামের উদ্দেশ্যে আমি আসিয়াছি বন।
কহ মুনি কোথা তাঁর পার দরশন।।
জিজ্ঞাসেন মুনি তাঁরে কেন আগমন।
একেশ্বর আসিয়াছ না বুঝি কারণ।।
কটক সকল তুমি রাখিয়াছ পথে।
কোন্ভাবে আসিয়াছ না পারি বুঝিতে।।
ভরত বলেন, আমি কপট না জানি।
ধ্যান করি মুনি সব জানহ আপনি।।
সর্ব্বশুদ্ধ আইলে আশ্রমে হবে ক্লেশ।
তেকারণে সৈন্য মম বাহিরে অশেষ।।
সকল কটক মম সাত অক্ষৌহিনণী।
কোন্ স্থানে রবে ঠাট, ভয় করি মুনি।।
তোমায় পীড়িতে মুনি বড় করি ভয়।
অন্য সব বাহিরে আছয়ে মহাশয়।।
রাজ্যশুদ্ধ আসিয়াছে অযোধ্যানগরী।
রামেরে লইয়া যাব, এই বাঞ্ছা করি।।
অতিশয় শ্রান্ত সৈন্য পথ পরিশ্রমে।
কোন্খানে রবে ঠাট তোমার আশ্রমে। ।
ভরতের কথা শুনি আজ্ঞা দেয় মুনি।
আপন ইচ্ছায় আন যত অক্ষৌহিণী।।
দিব্য পুরী দিব আমি, দিব্য দিব বাসা।
অতিথি সবার আমি পূরাইব আশা।।
ভরত বলেন, দেখি খানকত ঘর।
কেমনে রহিবে ঠাট কটক বিস্তর।।
ভরতের কথাতে কহেন হাসি মুনি।
প্রয়োজন মত ঘর পাইবা এখনি।।
কটক আনিতে যান ভরত আপনি।
হেথা চমৎকার করে ভরদ্বাজ মুনি।।
যজ্ঞশারে গিয়া মুনি ধ্যান করি বৈসে।
যখন যাহারে ডাকে, তখনি সে আসে।।
বিশ্বকর্ম্মা প্রথমতঃ হন আগুয়ান।
আশ্রমে অপূর্ব্ব পুরী করিতে নির্ম্মাণ।।
মুনি বলে, বিশ্বকর্ম্মা শুনহ বচন।
নির্ম্মাণ করহ যেন মহেন্দ্র-ভুবন।।
অশীতি যোজন করে পুরীর পত্তন।
সোণার আবাস ঘর করিল গঠন।।
সোণার প্রাচীর আর সোণার আওয়ারী।
সোণার বান্ধিল ঘাট দিঘি সারি সারি।।
পুরীর ভিতর কর দিব্য সরোবর।
শ্বেতপদ্ম নীলপদ্ম শোভে নিরন্তর।।
সুবর্ণ পালঙ্ক কর রত্ন-সিংহাসন।
দেবকন্যা লয়ে ঠাট করিবে শয়ন।।
করিল সোণার বাটা, সোনার ডাবর।
কস্তূরী কুঙ্কুম রাখে গন্ধ মনোহর।।
যত যত নদী আছে পৃথিবী-মণ্ডলে।
যোগবলে মুনি আনাইল সেই স্থলে।।
সাত শত নদী আর নদ যত ছিল।
সেখানে প্রভাস আদি যমুনা আইল।।
আইল নর্ম্মদা নদী, কৃষ্ণা গোদাবরী।
আইল ভৈরবী সিন্ধু গোমতী কাবেরী। ।
সরযূ তমসা নদী আর মহানদ।
তর্পণে যাহার জলে পায় মোক্ষপদ।।
কালিন্দী পুষ্কর নদী আইল গণ্ডকী।
শ্বেতগঙ্গা স্বর্গগঙ্গা আইল কৌশিকী।।
ইক্ষুরস নদী আইল সুগন্ধি সুস্বাদ।
মধুরস নদী আইল, ঘুচে অবসাদ।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি রহে চারিভিতে।
ঘৃতনদী বহিয়া আইসে শুধু ঘৃতে।।

সাত শত নদী তথা অতি বেগবতী।
আইলেন আশ্রমে আপনি ভাগীরথী।।
ভরদ্বাজ ঠাকুরের তপস্যা বিশাল।
আইলেন সর্ব্ব দেব দশ-দিকপাল।।
দেবকন্যা লইয়া আইল পুরন্দরে।
যে কন্যার রূপেতে পৃথিবী আলো করে।।
হেমকূট দেখি যেন সূর্য্যের কিরণ।
আছুক অন্যের কাজ, ভুলে মুনিগণ। ।
আইলেন কুবের ধনের অধিকারী।
সোণার বাসন থালে আলো করে পুরী।।
সুমেরু পর্ব্বত হৈতে আইল পবন।
মলয়ের বায়ুতে সবার হরে মন।।
আইলেন সুধাকর সুধার নিধন।
পরম কৌতুকে সবে করে সুধাপান।।
আইলেন অগ্নি আর জলের ঈশ্বর।
শনি আদি নবগ্রহ, সঙ্গে দিবাকর।।
মরুদগণ বসুগণ যেবা যথা রয়।
আইল সকল দেব মুনির আলয়।।
তুম্বুরু নারদ আদি স্বর্গের গায়ক।
আইল নর্ত্তকী কত, কত বা নর্ত্তক।।
দেবতুল্য হইল যে ইন্দ্রের নগরী।
ভরদ্বাজ আশ্রম হইল স্বর্গপুরী।।
হেনকালে সৈন্যসহ ভরত আইসে।
এতেক করিল মুনি চক্ষুর নিমিষে।।
নিরখিয়া ভরতের লাগিল বিস্ময়।
তখন মন্ত্রণা করে স্বর্গে দেবচয়।।
ভরতের সঙ্গে যদি রাম যান দেশে।
দেবগণ মুনিগণ মরিবেন ক্লেশে।।
রাম দেশে গেলে নাহি মরিবে রাবণ।
সাধুলোক সকলের নিতান্ত মরণ।।
যেরূপে না যান রাম অযোধ্য-ভুবন।
তেমন করহ যুক্তি, মরুক রাবণ।।
দেবগণ মুনিগণ করেন মন্ত্রণা।
ভুবনমণ্ডল ঘেরে রহে সর্ব্বজনা।।
যার যোগ্য যে আবাস, পায় সেইজন।
যে দিকে যে চাহে, তার তাহ রহে মন।।
মাখিয়া সুগন্ধি তৈল স্নান করিবারে।
কেহ যায় নদীতে কেহ বা সরোবরে।।
কোন পুরুষেতে গঙ্গা যে জন না দেখে।
করে স্নান তর্পণ সে পরম কৌতুকে। ।
হস্তী ঘোড়া কটক চলিল সুবিস্তর।
জলকেলি করে সবে গিয়া সরোবর।।
ভরদ্বাজ মুনির কি অপূর্ব্ব প্রভাব।
কত নদী আশ্রমে আপনি আবির্ভাব।।
স্নান করি পরে সবে বিচিত্র বসন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধ চন্দন।।
বহুবিধ পরিচ্ছদ পরে সৈন্যগণ।
যার যাতে বাসনা, পরিল আভরণ।।
সবার সমান বেশ, সমান ভূষণ।
কেবা প্রভু, কেবা দাস, নাহি নিরূপণ।।
ভোজনে বসিল সৈন্য অতি পরিপাটি।
স্বর্ণপীঠ স্বর্ণথাল স্বর্ণময় বাটী।।
স্বর্ণের ডাবর আর স্বর্ণময় ঝারি।
স্বর্ণময় ঘরেতে বসিল সারি সারি। ।
দেবকন্যা অন্ন দেয় সৈন্যগণ খায়।
কে পরিবেশন করে, জানিতে না পায়। ।
নির্ম্মল কোমল অন্ন যেন যূথী ফুল।
খাইল ব্যঞ্জন কিন্তু মনে হৈল ভুল।।

ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স।
নানাবিধ বিষ্টান্ন খাইল নানারস।।
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ।
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ।।
কণ্ঠাবধি পূর্ণ হৈল, পেট পাছে ফাটে।
আচমন করি ঠাট কষ্টে উঠে খাটে।।
খাটে গিয়া প্রিয়ালয়ে করিল শয়ন।
দেবীরা আসিয়া করে শরীর মর্দ্দন।।
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে সুললিত।
কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় কুহুগীত।।
মধকর মধুকরী ঝঙ্কারে কাননে।
অপ্সরীরা নৃত্য করে মাতিয়া মদনে।।
অনন্ত সামন্ত সৈন্য লইয়া রমণী।
পরম আনন্দে বঞ্চে বসন্ত রজনী।।
সবে বলে দেশে যাই হেন সাধ নাই।
অনায়াসে স্বর্গ মোরা, পাইনু হেথাই।।
এত সুখ এ সংসারে কেহ নাহি করে।
যে যায় সে যাউক আমি না যাইব ঘরে।।
এত সুখ ঠাট করে ভরত না জানে।
রামের চরণ বিনা অন্য নাহি জ্ঞানে।।
এতেক করেন মুনি ভরত-কারণ।
ভরত ভাবেন মাত্র রামের চরণ।।
প্রভাতে ভরত গিয়া মুনিরে জিজ্ঞাসে।
ছিলাম পরম সুখে তোমার নিবাসে।।
কহ মুনি, কোথা গেলে পাইব শ্রীরাম।
উপদেশ কহিয়া পূরাও মনস্কাম।।
মুনি বলে জানিলাম ভরত তোমারে।
তব তুল্য ভক্ত আমি না দেখি সংসারে।।
বর মাগ ভরত, আমি হে ভরদ্বাজ।
যারে যেই বর দেই, সিদ্ধ হয় কাজ।।
ভরত বলেন, মুনি অন্যে নাহি মন।
বর দেহ শ্রীরামের পাই দরশন।।
মুনি বলেন, শ্রীরামের জানি সবিশেষ।
দেখা পাবে, কিন্তু রাম না যাবেন দেশ।।
চিত্রকূট পর্ব্বতে আছেন রঘুবীর।
তথা গেলে দেখা হবে, এই জেন স্থির।।
অন্য অন্য মুনিগণ দিল তাহে সায়।
ভরতের সৈন্যগণ চিত্রকূটে যায়।।
দশদিক হইল ধূলায় অন্ধকার।
হইল ভরত-সৈন্য যমুনার পার।।
রামের সন্ধান পেয়ে প্রফুল্ল কটক।
বায়ুবেগে চলে সবে না মানে আটক।।
যত হয় চিত্রকূট পর্ব্বত নিকট।
তত তথাকার লোক ভাবয়ে বিকট।।
চিত্রকূট-পর্ব্বত-নিবাসী মুনিগণ।
শ্রীরামের সহবাসে সদা হৃষ্ট মন।।
সৈন্য-কোলাহল শুনি সভয় অন্তরে।
রক্ষা কর রামচন্দ্র বলে উচ্চৈঃস্বরে।।
হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন উপনীত।
সবার তপস্বীবেশ অযোধ্যা সহিত।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্ম্মাইয়া পর্ণশালা।।
তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
জানকী তাহার মধ্যে লক্ষ্মণ বাহির।।

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত ভরত প্রভৃতির মিলন

হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশে।
শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে।।
গলবস্ত্র ভরত নয়নে বহে নীর।
পথ পর্য্যটনে অতি মলিন শরীর।।
পড়িলেন শ্রীরামের চরণ-কমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে।।
পরস্পর সম্ভাষা করেন সর্ব্বজন।
যথাযোগ্য আলিঙ্গন পদাদি বন্দন।।
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন।।
বামাজাতি স্বভাবতঃ অপবুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে।।
অপরাধ ক্ষমা কর, চল প্রভু দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ।।
অযোধ্য-ভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার।।
চল প্রভু অযোধ্যায়, লহ রাজ্যভার।
দাসবৎ কর্ম্ম করি আজ্ঞা অনুসার।।
শ্রীরাম বলেন, তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল, এ নহে উচিত।।
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায়।
বনে আইলাম আমি পিতার আজ্ঞায়।।
চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য।
অযোধ্যা যাইব আমি, দেখিবে প্রত্যক্ষ।।
থাকুক্ সে সব কথা, শুনিব সকল।
বলহ ভরত আগে পিতার কুশল।।
বশিষ্ঠ কহেন, রাম না কহিলে নয়।
স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয়।।
শুনি মূর্চ্ছাগত রাম জানকী লক্ষ্মণ।
ভূমিতে লুটিয়া বহু করেন রোদন।।
বশিষ্ঠ বলেন, বলি ব্যবস্থা ইহাতে।
তিন দিন তোমার অশৌচ শাস্ত্রমতে।।
পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে জ্যেষ্ঠের অধিকার।
তিন দিন গেলে শ্রাদ্ধ করিবে রাজার।।
সকল ভাণ্ডার আছে ভরতের সাথে।
লহ ধন কর ব্যয় প্রয়োজন মতে।।
সম্বর সম্বর শোক রাম মহামতি।
তোমা বুঝাইতে পারে আছে কোন্ কৃতী।।
সত্য হেতু ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
রোদন করিয়া কেন পুণ্য কর নাশ।।
ছিলেন তৈলের মধ্যে মৃত মহারাজ।
ভরত আসিয়া করিলেন অগ্নিকাজ।।
আরো যে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিয়া ভরত।
কত শত দান করিলেন অবিরত।।
তাহার দানের কথা শুন পরিপাটি।
একৈক ব্রাহ্মণে দেন ধন এক কোটি।।
যত যত রাজা হইলেন চরাচরে।
ভরত সমান দান কেহ নাহি করে।।

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দশরথের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন

শ্রীরাম বলেন, হে বশিষ্ঠ পুরোহিত।
আজ্ঞা কর পিতৃশ্রাদ্ধ করি যে বিহিত।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা চলেন ত্বরিত।
হইলেন ফল্গুনদী-তীরে উপনীত।।
সকলে সলিলে স্নান করিয়া তখন।
করিলেন নাম গোত্র লইয়া তর্পণ।।
স্নান করি তীরেতে বসেন তিন জন।
তখন বসিল সবে আত্ন-বন্ধুগণ।।
যথা রাম তথা হয় অযোধ্যানগরী।
রামচন্দ্রে ঘেরিয়া বসিল সব পুরী।।
শ্রীরাম বলেন, মুনি জিজ্ঞাসি কারণ।
আয়ু সত্বে পিতা মরিলেন কি কারণ।।
অযুত বৎসর লোক সূর্য্যবংশে জীয়ে।
কাল পূর্ণ না হইতে মৃত্যু কি লাগিয়ে।।
বশিষ্ঠ বলেন, রাজা গিয়া পরলোকে।
রক্ষা পাইলেন রাম তোমা পুত্রশোকে।।
সুমন্ত্র কহিল গিয়া, তুমি গেলা বন।
হা রাম বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন।।
পিতৃকথা শুনিয়া কান্দেন তিন জন।
এদিকে শ্রাদ্ধের দ্রব্য হয় আয়োজন।।
তপোবনে ছিলেন যতেক মুনিগণ।
পিতৃশ্রাদ্ধ শ্রীরাম করেন নিমন্ত্রণ।।
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন ফল্গুনদী-তীরে।
পিতৃপিণ্ড সমর্পণ করেন সে নীরে।।
মুনিগণ কহে, কি রাজার পরিণাম।
তিনি পিণ্ড দেন, যিনি নিজে মোক্ষধাম।।
শ্রীরামেরে বলেন, বশিষ্ঠ মহাশয়।
ভরতের প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয়।।
তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি।
বুঝিয়া ভরতে রাম কর অনুমতি।।
শ্রীরাম বলেন, মুনি হইলাম সুখী।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি।।
ভরতে আমাতে নাহি করি অন্যভাব।
ভরতেরে রাজত্বে আমার রাজ্যলাভ।।
যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়।।
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে।
কোন্ শত্রু আপদ ঘটাবে কোন্ ক্ষণে।।
তোমারে জানাব কত, আছ যে বিদিত।
বিবেচনা করিবে সর্ব্বদা হিতাহিত।।
চতুর্দ্দশ বৎসর জানহ গত প্রায়।
চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায়।।

শ্রীরামের পাদুকা সিংহাসনে রাখিয়া ভরতের রাজ্যশাসন

যোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
কেমনে রাখিব রাজ্য, মম সাধ্য নয়।।
তোমার পাদুকা দেহ, কর গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা।।
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম ঘরে।
ত্রিভুবনে আমার কি করে কার ডরে। ।
শ্রীরাম বলেন, হে ভরত প্রাণাধিক।
পাদুকা লইয়া যাও, কি কব অধিক।।
নন্দীগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য্য।
সাবধান হইয়া পালিহ পিতৃরাজ্য।।
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ, প্রফুল্ল অন্তরে।।
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়।
চলিলেন ভরত শ্রীরামেরা আজ্ঞায়।।
যাত্রাকালে উঠে মহা ক্রন্দনের রোল।
কোন জন শুনিতে বা পায় কারো বোল। ।
কান্দেন কৌশল্যা রাণী রামে করি কোলে।
বসন ভিজিল তাঁর নয়নের জলে।।
সুমিত্রা কান্দেন কোলে করিয়া লক্ষ্মণে।
সকলে ক্রন্দন করে সীতার কারণে।।
ভরতেরে বিদায় করিয়া রঘুবীর।
চিত্রকূটে কিছুদিন রহিলেন স্থির।।
সৈন্যগণ সহিত ভরত অতঃপরে।
তিন দিনে আইলেন অযোধ্যানগরে।।
বিশ্বকর্ম্মে পাঠাইয়া দেন ভগবান।
নন্দীগ্রামে অট্টালিকা করিতে নির্ম্মাণ।।
রত্ন-সিংহাসনে শ্রীভরত পট্ট পাতি।
তদুপরি পাদুকা থুইয়া ধরে ছাতি।।
তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসার চর্ম্মে।
পাত্র মিত্র সহিত থাকেন রাজকর্ম্মে।।
কৃত্তিবাস কবির সঙ্গীত সুধাভাণ্ড।
কিবা মনোহর গীত এ অযোধ্যাকাণ্ড। ।

দশরথের উদ্দেশে সীতার বালির পিণ্ডদান ব্রাহ্মাণ, তুলসী ও ফল্গুনদীর প্রতি অভিশাপ এবং বটবৃক্ষের প্রতি আশীর্ব্বাদ

রাম সীতা রহিলেন পর্ব্বত উপরে।
হেথা দশরথ রাজা হইল সৎবৎসরে।।
কহিল শ্রীরাম, সীতা আর লক্ষ্মণেরে।
কি দিয়া করিব শ্রাদ্ধ পিতৃদেব তরে।।
তখন করেন যুক্তি শ্রীরাম দৈত্যারি।
ভঞ্জিত করিয়া আন মাণিক্য-অঙ্গুরী।।
অঙ্গুরী লইয়া গেল দুই সহোদরে।
সীতা আরম্ভিলা খেলা ফল্গুনদী-তীরে।।
খেলেন লইয়া বালি সীতা বহুমতে।
আসিলেন দশরথ সীতার সাক্ষাতে।।
দশরথ কহিলেন, শুন ওমা সীতে।
ক্ষুধার জ্বালায় আমি না পারি তিষ্ঠিতে।।
তুমি বধূ, আমি তব শ্বশুর-ঠাকুর।
দিইয়া বালির পিণ্ড ক্ষুধা কর দূর।।
রাজা কন সীতাদেবী কহি তব স্থান।
আমার নিকটে তুমি রামের সমান।।
সীতা কহিলেন, দেব কহি যে তোমারে।
কি মতে দিইব পিণ্ড রাম অগোচরে।।
মনে কিছু না করিও, ওমা চন্দ্রমুখি।
লোক জন ডাকি আনি করে রাখ সাক্ষী।।
ভাল ভাল কহিলেন সীতা চন্দ্রমুখী।
আদ্যের তুলসী তুমি হয়ে থাক সাক্ষী।।
জিজ্ঞাসা করেন রাম আসিয়াই যদি।
বটবৃক্ষ কহিবেক আর ফল্গুনদী।।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া সীতা করেন জ্ঞাপন।
দশরথ-কথা সব কহিবে ব্রাহ্মণ।।
ইহা শুনি দশরথ হর্ষে উঠি রথে।
লইয়া বালির পিণ্ড গেলা স্বর্গপথে।।
হেথা প্রভু রামচন্দ্র অতি ত্বরাপর।
শ্রাদ্ধের সামগ্রী লয়ে আইলা সত্বর।।
রামেরে দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তরে।
নিবেদন করিলেন রামের গোচরে।।
সীতা কহিলেন, শুন প্রভু রঘুবর।
আশ্রমে আসিয়াছিলা অজের কোঙর।।
আমারে করিতে শ্রাদ্ধ কন দশরথ।
লইয়া বালির পিণ্ড গেলা স্বর্গপথ।।
রাম কহিলেন, কিসে প্রত্যয় হয় কথা।
সাক্ষী করি রাখিয়াছি, কন দেবী সীতা।।
সাক্ষীরে আনিয়া সীতা বলাও এখন।
সাক্ষী পাইলেই মোর প্রত্যয় হয় মন।।
সীতা কহিলেন, গোঁসাই করি নিবেদন।
জিজ্ঞাসা করহ তুমি ডাকিয়া ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ বলেন, খর্ব্ব দিব রঘুনাথে।
মিথ্যা বাক্য কব আজি রামের সাক্ষাতে।।
ডাকিয়া ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসেন রঘুনাথে।
তোমরা দেখেছ মোর পিতা দশরথ।।
ব্রাহ্মণ কহেন তবে রামের সাক্ষাতে।
আমরা না দেখিয়াছি রাজা দশরথে।।
এ কথা শুনিয়া রাম কন হাসি হাসি।
লজ্জায় মলিন হৈল সীতা সুরূপসী।।
মিথ্যা কৈয়া ব্রাহ্মণ এতেক দিলে তাপ।
ক্রোধে তনু থর থর, দিনু তোমা শাপ।।

লক্ষ তঙ্কার দ্রব্য যদি থাকে তব ঘরে।
ভিক্ষার লাগিয়া যেও দেশ-দেশান্তরে।।
রাম কন, কেন কান্দ সীতা চন্দ্রমুখি।
আর কেহ থাকে ত বলাও দেখি সাক্ষী।।
এতেক শুনিয়া কন সীতা সুরূপসী।
আনিয়া বলান প্রভু আদ্যের তুলসী।।
অতঃপর তুলসী-কানন তথা হেরি।
কহিলেন রঘুনাথ,কহ দ্রুত করি।।
পিণ্ড-প্রদানের তুমি জান বিবরণ।
তুলসী কহেন, যথা কহেন ব্রাহ্মণ।।
তুলসী বলেন, রাম মোরে নিবে হাতে।
মিথ্যা কথা কব আমি তোমার সাক্ষাতে।।
শ্রীরাম বলেন, তুলসী শুন মোর কথা।
সাক্ষাতে দেখেছ মোর দশরথ পিতা।।
তুলসী বলেন তবে প্রভু রঘুবরে।
আমরা না দেখিয়াছি তোমার পিতারে।।
কথা শুনি জানকীর জন্মে মনস্তাপ।
যা রে যা তুলসী আমি তোরে দিনু শাপ।।
এত দুঃখ দিলি তুই আমার অন্তরে।
আভূমি জন্মিও তুমি হৈয়া সর্ব্বত্তরে।।
ক্রোধভরে সীতা দেবী কহেন এমন।
তোর পত্র শ্রীহরির আদরের ধন।।
অপবিত্র স্থানে তোর অবস্থিতি হবে।
শৃগাল কুক্কুর মূত্র পুরীষ ত্যজিবে।।
হাসিয়া বলেন রাম, শুনহ জানকি।
আর কেহ থাকে ত, বলাও তারে সাক্ষী।।
সীতা কহিলেন, শুন প্রভু গুণনিধি।
আর সাক্ষী আছ সেই ফল্গু মহানদী।।
ফল্গু বলে, মিথ্যা কব শ্রীরামের স্থলে।
দিবেন কতেই দ্রব্য রাম মোর জলে।।
ফল্গুরে সুধান রাম কমল-লোচন।
তুমি দেখিয়াছ কিবা অজের নন্দন।।
ফল্গুনদী কহে, শুন প্রভু রঘুনাথ।
আমি নাহি দেখিয়াছি রাজা দশরথ।।
এতেক শুনিয়া সীতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
আমি আজি দিব শাপ এ ফল্গুনদীরে।।
অন্তঃশীলা হয়ে তুমি বহিও সর্ব্বকাল।
তোমারে ডিঙ্গিয়া যাবে কুক্কুর শৃগাল।।
শ্রীরাম বলেন, শুন সীতা চন্দ্রমুখি।
আর কেহ থাকে যদি, বলাও আনি সাক্ষী।।
সীতা বলিলেন, রাম লজ্জা-বোধ করি।
বটবৃক্ষ আনি সাক্ষী বলাও দৈত্যারি।।
বটবৃক্ষ আসি কহে প্রভু রঘুবর।
সাক্ষী দিব, যদি মোর জুড়াও অন্তর।।
রাম সীতা দোঁহে আজ হেরিব অন্তর।
তবে আমি সাক্ষ্য দিব তব বিদ্যমানে।।
বৃক্ষ-কথা শুনি সীতা আনন্দিত মন।
রামের বামেতে সীতা দাঁড়ান তখন।।
হেরিয়া যুগল-রূপ নিজের নয়নে।
যোড়হস্তে বলে বৃক্ষ রাম বিদ্যামানে।।
তোমার চরণে প্রভু এই নিবেদন।
চিন্তামণি নাম তুমি ধর কি কারণ।।
দয়াময় নাম তব সর্ব্বলোকে কয়।
পতিতে তরাও, তাই নাম দয়াময়।।
স্থাবর জঙ্গম আদি যত জীবগণ।
সর্ব্ব জীবে সর্ব্বক্ষণে আছ নারায়ণ।।
সংসারের চিন্তা কর নাম চিন্তামণি।
সীতা পিণ্ড দিলা কিনা, না জান নৃমণি।।

www.bengaliebook.com

চিন্তামণি-নামে তব কলঙ্ক রহিল।
আজি হতে চিন্তামণি নামটি ডুবিল।।
চিন্তায় আকুল হয়ে ভুলেছ আপনা।
মায়ায় মানুষ হলে, কিছু নাহি জানা।।
বটবৃক্ষ কহে, শুন কমল-লোচন।
মিথ্যা সাক্ষ্য ইহারা দিলেক সর্ব্বজন।।
ধনলোভে মিথ্যা কথা কহিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের অনুরোধে অন্য দুই জন।।
আমি যদি মিথ্যা বলি একে হবে আর।
অন্তর্য্যামী নারয়ণে ফাঁকি দেওয়া ভার।।
শত-কোটি-জন্ম তপ করে যেই জন।
সত্যবাদী সব কিন্তু না হয় কখন।।
বালি-পিণ্ড লয়েছিলা সীতা ডান হাতে।
আপনি লইলা তাহা রাজা দশরথে।।
খাইয়া সীতার পিণ্ড প্রফুল্ল-অন্তরে।
দেখিতে দেখিতে রাজা গেলা স্বর্গপুরে।।
শুনিয়া বৃক্ষের কথা কন রঘুবর।
চিরজীবী হও বট অক্ষয় অমর।।
পিণ্ড-দান করি মনে ভাবেন জানকী।
বারে বারে সবাকারে করিয়াছি সাক্ষী।।
তুষ্ট হয়ে বর দিব তোমায় কেবল।
শীতকালে উষ্ণ হবে, গ্রীষ্মেতে শীতল।।
পুনর্ব্বার সীতা তারে দিলা এই বর।
ডালে ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর।।
মনোহর সুশীতল রবে আনিবার।
নিষ্পত্র না হবে শাখা কদাপি তোমার।।
সুশীতল রাখিবে, যে যাবে তব তলে।
সর্ব্বদা আনন্দে রবে নিজ পত্র-ফলে।।
এইরূপে বটবৃক্ষে আশীর্ব্বাদ করি।
বিদায় দিলেন তারে রামের সুন্দরী।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কথা সুধাভাণ্ড।
পরম পবিত্র এই অযোধ্যার কাণ্ড।।